ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-283 ■ 13 July, 2026 ■ আগরতলা ১৩ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২৮ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ওমান উপকূলে জাহাজে হামলা

ভারতীয় নাবিক নিখোঁজ, নিন্দা দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই।। ওমান উপকূলে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী কন্টেনার জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সি-তে হামলার ঘটনায় এক ভারতীয় ক্রু সদস্য নিখোঁজ হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। একই সঙ্গে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে উত্তেজনা কমানো এবং কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজার আহ্বান জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রবিবার এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঘটনাটির ওপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখা হচ্ছে এবং অবিলম্বে উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজন রয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ওমান উপকূলে বাণিজ্যিক জাহাজ জিএফএস গ্যালাক্সি-তে হামলার তীব্র নিন্দা করছে ভারত। জাহাজটিতে থাকা ১১ জন ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে একজন ভারতীয় নাগরিক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রবিবার ভোরে ওমানের উপকূলের কাছে জাহাজটিতে হামলার পর আগুন ধরে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে জাহাজের কর্মীরা লাইফবোটে করে জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

যদিও বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে হামলার জন্য সরাসরি ইরানের নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই হামলার জন্য ইরানি বাহিনীকে দায়ী করা হয়েছে।

মাসকটে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং নিখোঁজ ভারতীয় নাগরিকের সন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে ওমানের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করছে। ভারত ওমানের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

নয়াদিল্লি এর আগেও পশ্চিম এশিয়ায় চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে সব পক্ষকে সংযম বজায় রাখা এবং আলোচনার মাধ্যমে কূটনৈতিক সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

অশ্বিনী মার্কেটে উদ্ধার দিন মজুরের রক্তাক্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। রাজধানীর আমতলী থানাধীন অশ্বিনী মার্কেট এলাকায় রবিবার সকালে এক ৬৮ বছর বয়সী ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম মনীন্দ্র সরকার। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ঘটনাটিকে খুন বলে সন্দেহ করছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে ব্যবসায়ীরা অশ্বিনী মার্কেটে এসে একটি অর্ধনির্মিত দোকানঘরের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় মনীন্দ্র সরকারের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে বিষয়টি আমতলী থানায় জানানো হলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মনীন্দ্র সরকার দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক সমস্যার কারণে বাড়ি ছেড়ে অশ্বিনী মার্কেট এলাকার ওই অর্ধনির্মিত দোকানঘরের সামনে বসবাস করছিলেন এবং দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহের বুকে ধারালো অস্ত্রের একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় পুলিশ ডগ স্কোয়াড ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের ঘটনাস্থলে ডেকে তদন্ত শুরু করে।

পরবর্তীতে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। তিনি সাংবাদিকদের জানান, ঘটনার তদন্তে অগ্রগতি হয়েছে এবং কয়েকজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়া ও মনু থেকে উদ্ধার ২০ হাজার ইয়াবা, গ্রেপ্তার সরকারি কর্মী সহ মোট ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। রাজ্যে মাদকবিরোধী অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল রাজ্য পুলিশের এন্টি নারকোটিক শাখা (এএনসি) এবং আসাম রাইফেলসের গোয়েন্দা শাখা। যৌথ অভিযানে জিরানিয়া এলাকায় একটি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া মাদকের আনুমানিক স্থানীয় বাজারমূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা এবং আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের এন্টি নারকোটিক শাখার সাব-ইন্সপেক্টর রাজীব চৌধুরীর নেতৃত্বে আসাম রাইফেলসের গোয়েন্দা শাখা এবং জিরানিয়া থানার পুলিশ যৌথভাবে জিরানিয়া ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বিশেষ নজরদারি চালায়। রাত প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ এমজে-০১-এএফ-৩২২৭ নম্বরের একটি বিলাসবহুল মারুতি গাড়ি সেখানে পৌঁছালে সেটিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে গাড়ির ভেতরে থাকা পাঁচটি প্যাকেট থেকে মোট ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। একই সঙ্গে গাড়িতে থাকা দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের পরিচয় দিলীপ ত্রিপুরা ও প্রশান্ত পাল। দিলীপ ত্রিপুরা ধুমাছড়া থানাধীন এলাকার বাসিন্দা বিনন্দ ত্রিপুরার ছেলে। তিনি প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের একজন সরকারি কর্মচারী। অপরদিকে, প্রশান্ত পাল রানিরবাজার থানাধীন দুর্গানগর এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ পালের ছেলে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ইয়াবার চালানটি মিজোরাম থেকে আগরতলায় নিয়ে আসা হচ্ছিল। তদন্তকারীদের ধারণা, এই মাদক পাচারের সঙ্গে একটি বৃহৎ চক্র জড়িত রয়েছে এবং ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে সেই চক্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য মিলতে পারে। পুলিশ উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য ই-সাক্ষ্যসহ সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বাজেয়াপ্ত করেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

জিরানিয়া থানায় ধৃত দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য ও মনঃপ্রভাবকারী পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন (এনডিপিএস অ্যাক্ট)-এর অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে। রবিবার তাদের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হবে। তদন্তকারীদের আশা, পুলিশি রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এই আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত আরও বড় মাথাদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আগরতলা সিভিল হাসপাতালের উদ্বোধন

নেশার বিরুদ্ধে সকলে মিলে যুদ্ধে নামার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। রাজ্যে মাদক কারবার ও নেশার বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে একযোগে লড়াইয়ে শামিল হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে আহবান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। রবিবার মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় ২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্পোরেট ধাঁচের ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আগরতলা সিভিল হাসপাতাল-এর উদ্বোধন করে তিনি এই আহ্বান জানান। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব করে তুলতে নতুন পদক্ষেপ নিল ত্রিপুরা সরকার।

রবিবার আগরতলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আগরতলা সিভিল হাসপাতাল-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। প্রায় ২০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণ পেপারলেস (কাগজবিহীন) ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে, যা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মাদক কারবারি ও নেশাগ্রস্ততার বিরুদ্ধে ''জিরো টলারেন্স'' নীতি নিয়ে কঠোরভাবে কাজ করছে। তবে শুধুমাত্র প্রশাসনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে এই

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানি নিরাপত্তায় পেট্রোলে ইথানল মিশ্রিত কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল নীতি নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তুলে সরব হলো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেস দাবি করেছে, বিকল্প জ্বালানি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কৃষকের উন্নয়নের লক্ষ্যকে তারা সমর্থন করলেও, বর্তমান ইথানল নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তার স্বচ্ছ জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে কেন্দ্র সরকার।

প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্র সরকার ইথানল মিশ্রিত পেট্রোলকে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, অপরিশোধিত তেলের আমদানি কমানো এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরছে। কিন্তু সরকারের দাবি অনুযায়ী ইথানলের উৎপাদন ব্যয় যদি পেট্রোলের তুলনায় কম হয়, তাহলে সেই সুবিধার প্রতিফলন সাধারণ মানুষের জ্বালানির দামে কেন দেখা যাচ্ছে নাতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস।

দলের অভিযোগ, উৎপাদন খরচ কমলেও সেই আর্থিক সুবিধা সাধারণ ভোক্তার কাছে পৌঁছানোর পরিবর্তে কর্পোরেট সংস্থাগুলিই লাভবান হচ্ছে কি না, তা নিয়ে জনমনে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্র সরকারকে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেস আরও দাবি করেছে, বর্তমানে দেশের অধিকাংশ মোটরসাইকেল, স্কুটার ও অন্যান্য যানবাহন প্রচলিত জ্বালানির জন্য তৈরি। ইথানলের উচ্চমাত্রার ব্যবহার ইঞ্জিনের কার্যক্ষমতা, জ্বালানি দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও অটোমোবাইল শিল্পের প্রতিনিধিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি জানিয়েছে দল।

বিবৃতিতে নীতি আয়োগের পূর্ববর্তী সুপারিশেরও উল্লেখ করা হয়েছে। কংগ্রেসের দাবি, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি এবং যানবাহনের সামঞ্জস্য নিশ্চিত না

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কৃষির উপর জোর মন্ত্রী রতন লাল নাথের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টিকর ফলভিত্তিক খাদ্যের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে রাজধানী আগরতলায় মহারাণী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ফ্রুট ফুড ফেস্টিভ্যাল। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের ফলভিত্তিক খাদ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, মহারাণী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি বিপিন দেববর্মা-সহ ট্রাস্টের সদস্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, বিশ্বের অনেক দেশে কৃষিজমি পর্যাপ্ত থাকলেও কৃষিকাজ করার মানুষের অভাব রয়েছে। অন্যদিকে ত্রিপুরায় কৃষিজমির পরিমাণ সীমিত হলেও কৃষিকাজে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। তাই সীমিত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিকে আরও লাভজনক করে তুলতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। তিনি সকলকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান এবং যেসব পরিবারের সদস্য কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করারও আবেদন জানান।

আয়োজকরা জানান, ফল ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানো, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা এবং কৃষিজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাই এই উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

কাঞ্চনমালা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একদল যুবকের তান্ডব

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীর উপর হামলার চেষ্টা, আটক একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। কমলাসাগর বিধানসভার কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একদল যুবকের তাণ্ডব ও কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক-সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত শুভম মজুমদার-সহ কয়েকজনকে আটক করেছে আমতলী থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত প্রায় ২টা নাগাদ কমলাসাগর বিধানসভার ছনখলা এলাকার বাসিন্দা শুভম মজুমদার-সহ কয়েকজন যুবক কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করে হট্টগোল ও তাণ্ডব শুরু করে। অভিযোগ, তারা কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসক-সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের হুমকি দেয় এবং তাঁদের ওপর হামলারও চেষ্টা চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমতলী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মূল অভিযুক্ত শুভম মজুমদার-সহ কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় হাসপাতালের চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, গত বছরও একই ধরনের একটি ঘটনা এই হাসপাতালেই ঘটেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের একই ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় উদ্বেগ বেড়েছে।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বলেন, সরকারি হাসপাতালে যদি চিকিৎসক ও রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়, তাহলে স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর মানুষের আস্থা ক্ষুণ হবে।

ঘটনার পর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বর্ষণে মেলাঘরে গোমতী নদীর ভাঙ্গনে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই ।। টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে গোমতী নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মেলাঘর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নদীভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নদীর ভাঙন ক্রমশ এগিয়ে এসে একাধিক পরিবারের বসতভিটার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই মধ্যে সবচেয়ে সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দা নুরজাহান বিবি। তাঁর বসতবাড়ি ও বাথরুম এখন নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার মুখে।

চোখে জল নিয়ে নুরজাহান বিবি বলেন, 'আমার বিল্ডিং ঘর ভেঙে যাবে, বাথরুমও নদীর বুকে চলে যাবে। অন্য কোথাও জমি কিনে নতুন বাড়ি করার মতো কোনো সামর্থ্য আমাদের নেই। আমার স্বামী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত, আমি হৃদরোগী। ছেলেদের সীমিত আয়ে কোনো রকমে সংসার চলছে। এখন ঘরটুকু হারালে আমরা কোথায় যাব?'

স্থানীয়দের দাবি, গত কয়েকদিনের অব্যাহত বৃষ্টির ফলে গোমতী নদীর স্রোত বেড়ে যাওয়ায় নদীভাঙন আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নুরজাহান বিবির বাড়ির সামনে নদীর পাড় ভেঙে পড়তে পড়তে এখন ঘরের একেবারে দোরগোড়ায় এসে পৌঁছেছে। যেকোনো মুহূর্তে পুরো বাড়িটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি ঘিরে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ১৩ জুলাই, ২০২৬ ইং
২৮ আষাঢ়, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

অপসারণ নয়, সুপারিশ সাসপেনশনের

যৌথ সংসদীয় কমিটি প্রস্তাব করিয়াছে যে কোনো মন্ত্রী ৩০ দিন বা তার বেশি সময় হেফাজতে থাকিলে তাহাকে সরাসরি অপসারণ না করিয়া সাময়িক বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করা উচিত।কোনো মন্ত্রী ৩০ দিন পুলিশ বা বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকিলেই তাহাকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরাসরি সরাইয়া দেওয়ার পক্ষে মত দেয়নি কমিটি।অপসারণের বদলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে তদন্ত বা আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন সাময়িকভাবে বরখাস্ত রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। কমিটির মতে, সরাসরি অপসারণের সিদ্ধান্তটি আইনি প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রায়ের আগেই অতিরিক্ত কঠোর পদক্ষেপ হইয়া যাইতে পারে। তাই সাসপেনশনই একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ।সংবিধানের ১৩০তম সংশোধনী বিল পর্যালোচনার পর যৌথ সংসদীয় কমিটি ৩০ দিন হেফাজতে থাকিলেই প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সরাসরি ”অপসারণ” না করিয়া ”সাসপেন্ড” বা সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ নিযয়াছে। সরাসরি ‘অপসারণ’ শব্দের মধ্যে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের রূপ এবং কলঙ্কের বিষয় থাকে। অথচ কেবল গ্রেপ্তার বা হেফাজতে থাকা মানেই কেউ আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া নয়। তাই আইনি ভারসাম্য বজায় রাখিতে এটিকে চাকরিবিধির মতো একটি পরিবর্তনযোগ্য ‘সাসপেনশন’ বা সাময়িক স্থগিতাদেশ হিসাবে রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। কোনো ব্যক্তি আদালতে দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া গণ্য করিবার যে মৌলিক আইনি নীতি রহিয়াছে, সরাসরি পদ খারিজ করিলে তাহা লঙ্ঘিত হয়। বিরোধী দল ও বিভিন্ন মহলের আশঙ্কা ছিল যে, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে কেবল গ্রেপ্তার করিয়াই বিরোধী শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পদ থেকে সরাইয়া দেওয়ার জন্য এই আইনের অপব্যবহার হইতে পারে। পিএমএলএ বা ইউএপিএর মতো কঠোর আইনে সহজে জামিন পাওয়া যায় না, ফলে খুব সহজেই ৩০ দিন পার করাইয়া কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে সরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইতো। এই ঝুঁকি কমাইতেই কমিটি রক্ষাকবচ হিসাবে ‘সাসপেনশন’ ও ‘অটোমেটিক রিভার্সাল’ -এর সুপারিশ করিয়াছে।সহজ কথায়, যৌথ সংসদীয় কমিটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন বজায় রাখা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা আইনি অপব্যবহার রোধ করিবার মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করিতে এই মধ্যপন্থা বা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীরা টানা ৩০ দিন হেফাজতে থাকলে তাঁদের অপসারণের জন্য বিল আনিয়াছিল কেন্দ্র। তবে ৩০ দিন হেফাজতে থাকা মানেই তাঁহাদের অপসারণের পক্ষপাতী নয় সংসদীয় যৌথ কমিটি। এ ক্ষেত্রে ওই মন্ত্রীদের নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করার সুপারিশ করিয়াছে তাহারা।

গত বছর অগস্টে সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করে। ওই বিল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য কোনও মন্ত্রী ৩০ দিন হেফাজতে থাকিলে এবং নিজে থেকে পদ না ছাড়িলে, ৩১তম দিনে তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব চলিয়া যাইবে। সংসদে ওই বিল পেশ হওয়ার পরেই তাহা পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয় যৌথ কমিটির কাছে। মন্ত্রীদের অপসারণে সায় নাই যৌথ সংসদীয় কমিটির। বরং গুরুতর অপরাধের অভিযোগে টানা ৩০ দিনে হেফাজতে থাকিলে তাঁহাদের নিলম্বিত করিবার প্রস্তাব দিয়াছে কমিটি। পাশাপাশি নিলম্বিত হওয়ার পরে কেউ বেকসুর খালাস হইলে নিলম্বনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করা হইয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়ার অগ্রগতি না হইলেও নিলম্বনের সিদ্ধান্ত বদলের প্রস্তাব দিয়াছে কমিটি।আগামী সপ্তাহেই যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হইবে সংসদে। সেখানে ‘অপসারণ’ শব্দের বদলে ‘নিলম্বন’ শব্দটি ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছে কমিটি। ‘গুরুতর অপরাধ’ বলিতে কী বোঝানো হইতেছে, সেই ব্যাখ্যাও করিয়াছে কমিটি। জেপিসি-র মতে, যে অপরাধের ক্ষেত্রে পাঁচ বছর বা তাহার বেশি সময়ের কারাদণ্ডের সম্ভাবনা থাকে, সেগুলিকে ‘গুরুতর অপরাধ’ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

যৌথ সংসদীয় কমিটির মতে, নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরে যাহাতে মন্ত্রিত্বে পুনর্বহালের সুযোগ থাকে, তাহা নিশ্চিত করিতেই এই রক্ষাকবচটি থাকা প্রয়োজন। বস্তুত, এই বিলের বিষয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী শিবিরের বেশির ভাগ দলই নাই। এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে’র অভিযোগ তুলিয়া কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টির মতো বিরোধী দলগুলি ওই জেপিসি বয়কটের কথা ঘোষণা করিয়াছিল। তাহারা মনে করিতেছে, বিরোধী শাসিত রাজ্য সরকারকে ইচ্ছেমতো অস্থির করিয়া তুলিতে এই বিল কাজে লাগানো হইতে পারে। পরবর্তী সময়ে বিল পর্যালোচনার জন্য গড়া যৌথ সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয় ওড়িশার ভুবনেশ্বরের বিজেপি সাংসদ অপরাজিতা সারঙ্গিকে।

ড়িলাম বিদ্যুৎ অফিসের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ, কর্মীদের গাফিলতির অভিযোগে সরব গ্রাহকরা

চড়িলাম, ১২ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও পরিষেবার নানা সমস্যায় ভুগছেন চড়িলাম ও পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। এবার চড়িলাম গ্রাম উন্নয়ন ব্লক সংলগ্ন বিদ্যুৎ অফিসে কর্মীদের ভূমিকা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় গ্রাহকরা।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগের খোঁজ নিতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির সামনে অফিসের এক কর্মীকে দপ্তরের বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। অভিযোগ, বারবার প্রশ্ন করার পরও তিনি বর্তমান মন্ত্রীর নাম বলতে ব্যর্থ হন এবং একপর্যায়ে প্রাক্তন মন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, চড়িলাম এলাকায় সামান্য বৃষ্টি বা ঝোড়ো হাওয়া হলেই দীর্ঘ সময়ের জন্য বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকলেও দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয় না। বারবার অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মিলছে না বলেও দাবি তাঁদের।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, বিদ্যুৎ লাইনের বিভিন্ন ত্রুটি দ্রুত মেরামত করা হয় না এবং অনেক সমস্যা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছেও যথাসময়ে জানানো হয় না। এর ফলে বছরের পর বছর ধরে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবন এবং সাধারণ পরিবারের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে একই সমস্যার প্রতিবাদে দক্ষিণ চড়িলামের বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলেন। প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হলেও এখনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে তাঁদের দাবি। এছাড়াও বিদ্যুৎ অফিসের পরিকাঠামো ও পরিষেবা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন গ্রাহকরা। অফিসের পরিচ্ছন্নতা, ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের কাজের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। একইসঙ্গে কিছু বিদ্যুৎ সংযোগে বকেয়া বিল এবং সংযোগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগও সামনে এসেছে।

তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চড়িলামের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর দ্রুত বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক এবং বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নিক, যাতে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে সাধারণ মানুষ মুক্তি পান।

প্রবীনদের যত্ন ও ভাঙা পারিবারিক কাঠামো সামাজিক সুরক্ষায় এক গভীর প্রশ্ন

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

সমাজের অগ্রগতির মাপকাঠি শুধু প্রযুক্তি বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নয়; প্রবীণ নাগরিকেরা কতটা নিরাপদ; সম্মানজনক ও সুখী জীবন কাটাচ্ছেন— এই প্রশ্নের মধ্যেই একটি সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে থাকে। ভারত ও বাংলার প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের যত্ন এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে; যার মূল কারণ ভাঙা পারিবারিক কাঠামো; দ্রুত নগরায়ন; অভিবাসন এবং প্রজন্মগত দূরত্বের বাড়তে থাকা ফাঁক। যৌথ পরিবার ভেঙে গিয়ে একক পরিবার যখন আধুনিকতার প্রধান ঠিকানায় পরিণত হয়েছে; তখন প্রাচীন সহমর্মিতার কাঠামো ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত।

জনসংখ্যা কাঠামোর পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ সমাজ এক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি। একদিকে গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে দ্রুত ভাঙছে যৌথ পরিবারের সেই শক্ত বাঁধন।এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের জাঁতাকলে পড়ে দেশের প্রবীণ নাগরিকরা আজ এক কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন প্রয়োজনীয় যত্ন ও সামাজিক সুরক্ষার অভাব প্রবীণদের স্বাস্থ্য ;অর্থনীতি; নিরাপত্তা এবং মানসিক শান্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব কি কেবলই পরিবারের; নাকি রাষ্ট্র ও সমাজকে যৌথভাবে এই গুরুভার বহন করতে হবে ?এই প্রশ্নই আজ আমাদের সামাজিক সুরক্ষার ভিত্তিভূমিতে এক বিরাট ফাটল ধরিয়েছে।

জনসংখ্যার পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ:

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী; ভারত সহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিতে প্রবীণ (৬০ বছর বা তার বেশি)মানুষের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০১১ সালে; ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬ শতাংশ প্রবীণ হলেও; ২০৩৬ সালের মধ্যে তা বেড়ে প্রায় ১৫ শতাংশ ; ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রবীণ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।অন্যদিকে ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসের সমীক্ষা দেখায়; গ্রামীণ অঞ্চলের প্রায় ৫২ শতাংশ প্রবীণ সন্তান বা আত্মীয়ের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ প্রবীণ- যত্ন শুধু পারিবারিক নয়; একটি বৃহত্তর সামাজিক এবং সরকারি কাজে পরিণত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে এই জনমিতিক পরিবর্তন নিঃসন্দে জীবনের মানোন্নয়নের ইঙ্গিত দেয় ;কিন্তু একই সঙ্গে এটি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব চাপ সৃষ্টি করেছে। যে হারে এই পরিবর্তন ঘটছে;সেই তুলনায় প্রবীণদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ অত্যন্ত ধীর।

পারিবারিক কাঠামোর ভাঙ্গন ও বিচ্ছিন্নতা: ভাঙ্গা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরে সামাজিক ও মানসিক পরিমণ্ডলে। একসময়ের বহু প্রজন্মের যৌথ পরিবার ছিল প্রবীণদের যত্ন ও সুরক্ষার প্রধান আশ্রয়। আধুনিক জীবনযাত্রা; নগরায়ন ;অর্থনৈতিক কারণে কাজের সন্ধানে সন্তানদের দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া এবং ছোট একক পরিবারের দিকে ঝোঁক —এই সমস্ত কারণ সম্মিলিতভাবে সেই চিরায়ত পারিবারিক কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়েছে। অনেকেই সারাদিন বাসায় একা স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছেন কিন্তু পাশে কেউ নেই। আজকের সমাজে কর্মব্যস্ত সন্তানরা প্রায়শই তাদের বৃদ্ধ বাবা -মায়ের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়; প্রবীণ ব্যক্তিরা একাকী বা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিজেদের মতো করে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। সবচেয়ে দুঃখজনক হলো; অনেক প্রবীণকে অবহেলা; দুর্ব্যবহার এমনকি আর্থিক শোষণের শিকার হতে হচ্ছে। জীবনভর যে বাবা-মা সন্তানের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করলেন; শেষ বয়সে এসে তারাই যেন পরিবারের কাছে ‘বোঝা’ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। এই বিচ্ছিন্নতা প্রবীনদের মধ্যে তীব্র বিষণ্ণতা;একাকীত্ব এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাচ্ছে। প্রবীণদের একটি বড় অংশই আর্থিক দুর্বলতার কারণে সন্তানের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল; যা তাদের আত্মসম্মান বোধে আঘাত হানে। আধুনিক জীবনে ব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে পরিবারের ভেতরে আন্তরিক সময় দেওয়া যেন বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষার দুর্বলতা:

সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্ন এই সংকর গভীর সরকারি প্রকল্প যেমন--- ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড ইজ পেনশন স্কিম; পশ্চিমবঙ্গের ‘জয় বাংলা’ বা ‘বার্ধক্য ভাতা---’ বিদ্যমান থাকলেও অনেক প্রবীণ এখনো সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পেনশন কাঠামো দুর্বল স্বাস্থ্য বীমা কাভারেজ অত্যন্ত সীমিত আর সরকারি বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনা নগণ্য।

প্রবীণদের এই সংকটকালে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী; সামাজিক সুরক্ষা হলো সমাজের পক্ষ থেকে তার সদস্যদের অসুস্থতা; বার্ধক্য বা কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশা থেকে রক্ষা করবার জন্য গৃহীত জন পদক্ষেপের সমষ্টি। ভারতে ‘পিতা মাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন; ২০০৭’ এবং ‘বয়স্ক ভাতা’ কার্যক্রম চালু থাকলেও বাস্তবে এর কার্যকারিতা সীমিত।

পেনশন এবং আর্থিক নিরাপত্তা:

দেশের একটি বিশাল অংশের প্রবীণ নাগরিক আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের বাইরে থেকেছেন বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে কাজ করেছেন ; ফলে তাদের জন্য কোন সার্বজনীন বা পর্যাপ্ত পেনশন ব্যবস্থা নেই। বয়স্ক ভাতা সামান্য হওয়ায় তা দিয়ে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। ফলস্বরূপ; অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তোলে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা:

বার্ধক্য জনিত নানা শারীরিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত এবং সহজলভ্য স্বাস্থ্যপরিষেবা। কিন্তু আমাদের দেশে এই ধরনের পরিষেবা অপ্রতুল এবং ব্যয়বহুল। স্বাস্থ্য বীমা বা সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রবীণদের কাছে পৌঁছয় না।

আইনের দুর্বল প্রয়োগ:

প্রবীণদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন থাকা সত্ত্বেও; সামাজিক লজ্জা; সন্তানের প্রতি ভালবাসার টান এবং আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবীণরা সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পিছপা হন। আইনের কার্যকর প্রয়োগ না হলে তা কেবলই খাতায়-কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়।

সামনের পথ: একটি বহুস্তরীয় সমাধান

প্রবীনদের যত্নের এই জটিল সমস্যা সমাধান কোন একক পক্ষ দ্বারা সম্ভব নয়। পরিবার; সমাজ এবং রাষ্ট্রকে একযোগে বহুস্তরীয় প্রদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. রাষ্ট্রের ভূমিকা শক্তিশালী করণ: সরকারকে অবশ্যই প্রবীনদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি সার্বজনীন এবং পর্যাপ্ত পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ‘সিলভার ইকোনমি’ বা প্রবীনদের চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে তাদের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে, যাতে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা দিয়ে সমাজে অবদান রাখতে পারেন। সরকারি স্বাস্থ্য বীমা এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিচর্যা বীমার পরিধি বাড়াতে হবে।

২. সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণ: প্রতিটি জেলায় সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে উন্নতমানের ‘আনন্দ আশ্রয়’ বা নিরাপদ বাসস্থান গড়ে তোলা প্রয়োজন; যেখানে প্রবীণরা স্বেচ্ছায় একটি স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক জীবন যাপন করতে পারেন।একই সাথে; স্থানীয় স্তরে কমিউনিটি- ভিত্তিক ডে -কেয়ার সেন্টার বা ‘প্রবীণ মিলন কেন্দ্র’ তৈরি করা দরকার; যা তাদের একাকীত্ব দূর করতে সাহায্য করবে। সরকারকে প্রবীণ বান্ধব নীতি আরও সম্প্রসারণ করতে হবে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ;মোবাইল মেডিকেল ইউনিট; বাড়িতে চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া; বিশেষ হেল্পলাইন; প্রবীণ ওয়ালেট সংখ্যা বৃদ্ধি--- এসব উদ্যোগ বাস্তবিক কার্যকর হওয়া জরুরী। প্রবীণদের জন্য ‘ডিজিটাল সহায়তা কর্মসূচি;’ জাতীয় অনলাইন; ব্যাংকিং ;হাসপাতাল বুকিং বা সরকারি পরিষেবা ব্যবহারে তারা অসুবিধায় না পড়েন সেটাও সময়ের দাবি। পাশাপাশি গ্রাম ও মহকুমা স্তরে ‘ডে- কেয়ার সেন্টার’ গড়ে তুলে সেখানকার প্রবীণ দের সামাজিক সম্পৃক্ততা বাড়ানো যেতে পারে।

৩. আইন ও নীতির সংস্কার:

‘পিতা-মাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন; ২০০৭’- কে বর্তমান আর্থ -সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আরো শক্তিশালী ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনি প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে যাতে অবহেলিত প্রবীণরা দ্রুত বিচার পেতে পারেন।

৪. সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা:

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেক সংগঠন ইতিমধ্যেই ‘হোম ভিজিট বন্ধু প্রকল্প’ বা একলা প্রবীনদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করছে। এই উদ্যোগগুলি আরো বিস্তৃত হতে হবে। পাড়া ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা গেলে নিরাপত্তা ও মানসিক সুস্থতা অনেকটাই বাড়বে। সামাজিকতা যদি জাগ্রত হয় ;তবে অনেক সমস্যা কমে যেতে পারে। সর্বোপরি প্রবীণদের যত্ন কেবল দান-খয়রাতের বিষয় নয়; এটি মানবিক অধিকারের প্রশ্ন। তারা আমাদের আজকের সমাজের ভিত্তি গড়েছেন— তাই তাদের জীবনের শেষ পর্বটি যেন সম্মানজনক; নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ হয়। সেই দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেকের ।পরিবার; সমাজ ও রাষ্ট্র —এই তিন স্তম্ভ মিলেই পারে প্রবীনদের জন্য একটি সমন্বিত সুরক্ষা— বলয় তৈরি করতে।

আজকের প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের যত্নের ধারণা নতুন ভাবে ভাবতে হবে। প্রথমত; পরিবার স্তরে সচেতনতা অপরিহার্য প্রবীণদের প্রতি সম্মান সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ যেন পরিবারের সংস্কৃতির অংশ হয়। সন্তানদের মনে রাখা উচিত; সময়কালের পরিবর্তনে মা -বাবা হয়তো প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে পড়েন কিন্তু অভিজ্ঞতা ও আবেগের ক্ষেত্রে তাদের মূল্য অমূল্য। পরিবারের ব্যস্ত সময়সূচিতে প্রবীণদের জন্য আলাদা সময় বের করা; স্বাস্থ্যসেবা নিয়মিত নজরদারি এবং সামাজিক অংশগ্রহণে উৎসাহ দেওয়া ---এগুলি সামান্য হলেও কিন্তু মৌলিক উদ্যোগ। প্রবীণদের যত্ন কেবল মানবিকতার প্রশ্ন নয়; এটি সভ্য সমাজের পরিচায়ক। আজ যারা কর্মক্ষম; তারাই একদিন প্রবীণ হবেন। আমাদের সমাজ যদি প্রবীণ দিয়ে প্রতি উদাসীন থাকে; তবে তা আগামী প্রজন্মের জন্যও এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করবে। ভাঙ্গা পারিবারিক কাঠামো বাস্তবতা মেনে নিয়েই ;রাষ্ট্রকে আজ সামাজিক সুরক্ষার জালটিকে এমন ভাবে বুনতে হবে ;যাতে কোন প্রবীণ নাগরিক যেন সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন থেকে বঞ্চিত না হন। প্রবীণরা সমাজের বোঝা নন; তারা আমাদের অতীত ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কোন দয়া নয় ; বরং জীবনভর সমাজের জন্য তাদের অবদানের প্রতি আমাদের অকৃত্তিম কৃতজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর ; পিন নম্বর- ৭২১১৩৭
মোবাইল নাম্বার —৬২৯৫৫৩৩১০৭

বিজ্ঞানের সঙ্গে গড়তে হবে মানুষের সেতুবন্ধন

মো. গোলাম মোস্তফা

২০২০ সালের মাঝামাঝি। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তখন দরজায় কড়া নাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাস্ক পরার নির্দেশনা পরিবর্তন করেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ল একঝাঁক পোস্ট, ‘দেখলেন তো, বিজ্ঞানীরা নিজেরাই জানে না কী বলছে!’ সরকারের দেওয়া তথ্য নিয়েও তখন চারদিক থেকে প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতালে মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু সরকারি সংখ্যায় তা ধরা পড়ছে না বলে অভিযোগ উঠছে। পরিণতিতে বহু মানুষ সরকারি পরামর্শ না মেনে ভুয়া চিকিৎসার পথে হেঁটেছে। এতে কতজনের প্রাণ গেছে, তার হিসাব কেউ রাখেনি। এই ঘটনা বাংলাদেশে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সংকটটিকে উন্মোচিত করে। সংকটটি তথ্যের নয়, বিশ্বাসের।

বিজ্ঞান সত্যের সন্ধান করে। কিন্তু সেই সত্য যদি মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহলে তা সমাজের কোনো কাজে আসে না। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হলে মানুষ যদি সেটি না মানে, বন্যার সতর্কতা জারি হলে মানুষ যদি সরে না যায়, তাহলে বিজ্ঞান যতই নির্ভুল হোক, তা অর্থহীন।

বাংলাদেশে ১৭ কোটির বেশি মানুষের জীবন প্রতিদিন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত। ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আছে কি নেই, এই বর্ষায় বন্যা হবে কতটুকু, নতুন ধানের বীজের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কতটুকু এমন আরও অনেক। কিন্তু এই দেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ঐতিহাসিকভাবেই দুর্বল। দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং তথ্য গোপনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানুষকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছে। ফলে বিজ্ঞানীর কথাও অনেক সময় মানুষ বিশ্বাস করে না, যদিও তথ্যটি সঠিক। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া হলে মানুষ যদি সেটি না মানে, বন্যার সতর্কতা জারি হলে মানুষ যদি সরে না যায়, তাহলে বিজ্ঞান যতই নির্ভুল হোক, তা অর্থহীন।

কাকে বিশ্বাস করে মানুষ- বাংলাদেশের বাস্তবতা হলো, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মানুষ বিজ্ঞানীর চেয়ে ইমাম, কবিরাজ বা ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সারকে বেশি বিশ্বাস করে। এটি অশিক্ষার লক্ষণ নয়, এটি আস্থাহীনতার পরিণতি। যে প্রতিষ্ঠান বারবার মানুষকে হতাশ করেছে, সেই প্রতিষ্ঠানের কথায় কান দেবে না মানুষ, এটাই স্বাভাবিক। ফেসবুক এখন দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী তথ্যমাধ্যম। সেখানে বাংলায় বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য কণ্ঠস্বর প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ ভুয়া চিকিৎসার বিজ্ঞাপন, অলৌকিক নিরাময়ের ভিডিও এবং ষড়যন্ত্রতত্ত্বের পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে লাখ লাখ শেয়ারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত অ্যালগরিদম এই ভুল তথ্যকে আরও ছড়িয়ে দেয়, কারণ এগুলো মানুষের আবেগকে উসকে দেয় এবং এতে প্ল্যাটফর্মের বিজ্ঞাপন-আয় বাড়ে।

গবেষণাগারে সততা না থাকলে বিশ্বাস আসবে কোথা থেকে- বিশ্বাস অর্জনের শুরু হয় বিজ্ঞানের নিজের ঘর থেকে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণানৈতিকতার যে দুরবস্থা, তা সর্বজনবিদিত। থিসিসে চৌর্যবৃত্তি, মানহীন জার্নালে প্রকাশনা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক মহলের স্বার্থে পরিচালিত গবেষণাএসব ঘটনা যখন সামনে আসে, তখন পুরো বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে, কিন্তু সেসবের প্রয়োগ দুর্বল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট বা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন গবেষণানৈতিকতা বোর্ড দরকার, যেগুলো প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কাজ করবে। গবেষণার তথ্য ও পদ্ধতি প্রকাশ্যে রাখতে হবে, যাতে যে কেউ তা যাচাই করতে পারে।

ছাত্ররাজনীতি এবং শিক্ষক নিয়োগে দলীয় বিবেচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মেধার চেয়ে আনুগত্য যখন বড় হয়, তখন মানসম্পন্ন গবেষণা আশা করা যায় না। এই সংস্কৃতির পরিবর্তন না হলে বিজ্ঞানে আস্থা ফিরবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট বা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন গবেষণানৈতিকতা বোর্ড দরকার, যেগুলো প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে কাজ করবে।

বিজ্ঞান প্রচারের ভাষা হতে হবে বাংলা-বাংলাদেশে বিজ্ঞান যোগাযোগের বড় ব্যর্থতা হলো ভাষার দেয়াল। দেশের বিজ্ঞানীরা আন্তর্জাতিক জার্নালে ইংরেজিতে লেখেন, কিন্তু বাংলায় সাধারণ মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন না। মিডিয়ায় নিবেদিত বিজ্ঞান সাংবাদিক প্রায় নেই, পত্রিকাগুলোতে বিজ্ঞান বিভাগ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। আইসিডিডিআর,বি এর ব্যতিক্রম। করোনার সময় তারা নিয়মিত সংবাদ সম্মেলন করেছে, সহজ ভাষায় তথ্য দিয়েছে, মিডিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। খাবার স্যালাইন আবিষ্কার থেকে শুরু করে কোভিড গবেষণা পর্যন্ত তাদের দশকের পর দশকের কাজ প্রমাণ করেছে, সততা ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান আস্থা অর্জন করতে পারে। এই মডেল অনুসরণ করতে হবে।

কৃষিজীবন, নদীর ভাঙন, মৌসুমি বৃষ্টির হিসাব এই পরিচিত অভিজ্ঞতার ভাষায় বৈজ্ঞানিক সত্য বললে তা মানুষের কাছে পৌঁছায়। বিজ্ঞানীদের এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এনজিওগুলো দেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুযোগ নিতে পারে।

মাটির কাছের বিজ্ঞান- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দেখিয়েছে, বিজ্ঞান যখন সরাসরি মানুষের কাজে লাগে, তখন মানুষ তাকে বিশ্বাস করে। বন্যার পূর্বাভাস এখন লাখো কৃষক ও ইউনিয়ন পরিষদ মেনে চলে, কারণ এটি কাজ করে। এই কাজের মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জনের মডেলটি অন্যত্রও কাজে লাগানো যায়; বায়ুদূষণের তথ্য থেকে শুরু করে কৃষি গবেষণা পর্যন্ত। উপকূলীয় জেলেরা যখন নিজেরা আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করেন, গ্রামের মানুষ যখন নদীর পানির মান পরীক্ষা করেন, তখন এই কাজগুলো যথার্থই নাগরিক বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়ে ওঠে।এই কার্যক্রমগুলোকে জাতীয় তথ্যব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে মানুষকে গবেষণার প্রশ্ন নির্ধারণে অংশ নেওয়ার সুযোগ দিলে বিজ্ঞানের প্রতি মালিকানার অনুভূতি তৈরি হবে এবং সেখান থেকেই জন্ম নেবে আস্থা। উপকূলীয় জেলেরা যখন নিজেরা আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করেন, গ্রামের মানুষ যখন নদীর পানির মান পরীক্ষা করেন, তখন এই কাজগুলো যথার্থই নাগরিক বিজ্ঞানের অনুশীলন হয়ে ওঠে।

রাজনীতি যখন বিজ্ঞানকে গ্রাস করে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও রাজনীতির সম্পর্কটি বিপজ্জনক। সুন্দরবনের কাছে শিল্পকারখানার পরিবেশগত প্রভাব, ঢাকার বায়ুদূষণের সত্যিকারের মাত্রা বা তামাক কোম্পানির স্বাস্থ্যক্ষতির তথ্যএসব ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল কীভাবে উপেক্ষিত বা বিকৃত হয়, তার নজির কম নয়। কোভিড-১৯ মহামারিতে সরকারপ্রদত্ত মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রশ্ন উঠেছিল। এই সন্দেহ বিজ্ঞানের প্রতি জনআস্থার যে ক্ষতি করেছে, তা পূরণ করতে লাগবে আরও বহু বছর।

এর সমাধান হলো সংসদের কাছে জবাবদিহি করে এমন স্বাধীন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সংস্থা গড়ে তোলা, যেখানে মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ চলবে না। গবেষকদের সুরক্ষাও দরকার, যাতে তাঁরা প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধেও সত্য কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশী দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের একটি প্রয়োজনীয় সতর্কবার্তা দেয়। ভারতে কোভিডের সময় সরকারি চাপে বিজ্ঞানীদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা হয়েছিল। পাকিস্তানে পোলিওর বিরুদ্ধে টিকা অভিযান রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বাধায় বারবার থমকে গিয়েছিল। এই পথে বাংলাদেশ যেন না হাঁটে। ৬৮টি দেশে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করার পক্ষে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা পুরোপুরি শেষ হয়নি।

এগিয়ে যাওয়ার পথ - বাংলাদেশ মাথাপিছু হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। জলবায়ু বিজ্ঞানের জটিল তথ্য সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে একটি স্বাধীন, বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় সংস্থা এখন জরুরি প্রয়োজন। খাদ্যনিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) বা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) কাজের ফিরিস্তি কৃষকের কাছে পৌঁছাতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করে তার গবেষণা প্রকাশ্যে আনতে হবে।

সরকারি অর্থে পরিচালিত গবেষণার ফলাফল মানুষের সম্পদ। এটি উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা উচিত। জাতীয় পর্যায়ে একটি গবেষণা-তথ্যভান্ডার গড়া দরকার, যেখানে সবাই প্রবেশ করতে পারবে। ৬৮টি দেশে পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনো বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত করার পক্ষে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা পুরোপুরি শেষ হয়নি। কিন্তু এই আস্থা ধরে রাখতে এবং যেখানে হারিয়েছে, সেখানে ফিরিয়ে আনতে বিজ্ঞানীদের, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে, সরকারকে এবং গণমাধ্যমকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আইসিডিডিআর,বি আন্তর্জাতিক বিশ্বাস অর্জন করেছে দশকের পর দশকের সততা ও নিষ্ঠায়। বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছে কাজের মাধ্যমে। বাংলাদেশের মাটিতে বিশ্বমানের বিজ্ঞান যে সম্ভব, তা প্রমাণিত। এখন এই আস্থাকে দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ বিজ্ঞান যদি শুধু আন্তর্জাতিক জার্নালে থাকে আর মানুষের মনে না পৌঁছায়, তাহলে বন্যা আসবে, মহামারি আসবে, দুর্যোগ আসবে, কিন্তু মানুষ প্রস্তুত থাকবে না। সেই ব্যর্থতার দায় কেবল রাজনীতিবিদের নয়, বিজ্ঞানীদেরও।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জগন্নাথ বাড়ি মন্দির কর্তৃপক্ষের আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদারে স্পেন বেলজিয়াম ও ফিনল্যান্ড সফরে পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (আইএএনএস): ইউরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও টেকসই উন্নয়নমূলক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল উচ্চপর্যায়ের একটি ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। ১৩ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত পাঁচ দিনের সফরে তিনি স্পেন, বেলজিয়াম ও ফিনল্যান্ড সফর করবেন।

বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে, এই প্রতিনিধিদলে উন্নত উৎপাদন শিল্প, পরিচ্ছন্ন শক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, রত্ন ও গয়না, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ডিজাইন ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা থাকবেন। সফরের মূল লক্ষ্য হল ইউরোপীয় শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং নতুন সহযোগিতার সুযোগ খুঁজে বের করা।

সফরের প্রথম পর্যায়ে ১৩ জুলাই স্পেনে যাবেন পীযূষ গোয়েল। সেখানে স্পেনের চেম্বার অব কমার্স, সিইওই এবং আইসেক্স স্পেন ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি ব্যবসায়িক বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি।

বৈঠকে গাড়ি শিল্প, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, রেলপথ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পর্যটন ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২৬ সালে ভারত ও স্পেন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'স্পেন-ইন্ডিয়া ডুয়াল ইয়ার ২০২৬' উদযাপন করছে। এই প্রেক্ষাপটে দুই দেশের শিল্প মহলের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্পেনের একাধিক সংস্থা যেমন ইবেরড্রোলা, অ্যাকিওনা, সিএএফ, তালগো, গেস্টাম্প এবং ইন্দ্রা ইতিমধ্যেই ভারতে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। অন্যদিকে, ভারতের প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা যেমন টিসিএস, ইনফোসিস, উইপ্রো, টেক মাহিন্দ্রা এবং লারসেন অ্যান্ড টুব্রো স্পেনে ডিজিটাল রূপান্তর ও ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ উদ্যোগে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।

১৪ ও ১৫ জুলাই বেলজিয়াম সফরে পীযূষ গোয়েল ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক কেন্দ্র অ্যান্টওয়ার্প বন্দর পরিদর্শন করবেন। সেখানে মাল্টিমোডাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব লজিস্টিক এবং শক্তিশালী সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন তিনি।

বেলজিয়াম সফরে থ্যালেস গ্রুপ এবং সিলক্স গ্রুপের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এছাড়া ভারত-ইইউ বিজনেস রাউন্ডটেবিল এবং ট্রেড অ্যান্ড টেকনোলজি কাউন্সিল (টিটিসি)-এর পূর্ণাঙ্গ বৈঠকেও অংশ নেবেন তিনি।

এই বৈঠকগুলিতে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, বাণিজ্য সহজীকরণ, টেকসই প্রযুক্তি এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হবে।

সফরের শেষ পর্যায়ে ১৬ ও ১৭ জুলাই ফিনল্যান্ডে যাবেন পীযূষ গোয়েল। সেখানে ভারত-ফিনল্যান্ড বিজনেস রাউন্ডটেবিলে অংশ নিয়ে ডিজিটালাইজেশন, পরিচ্ছন্ন শক্তি, উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সার্কুলার ইকোনমি বা পুনর্ব্যবহারভিত্তিক অর্থনীতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে ফিনিশ সংস্থাগুলির সঙ্গে আলোচনা করবেন।

'সেবাশ্রয়' মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত শুরু রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ১২ জুলাই (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া জনস্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচি 'সেবাশ্রয়'-এর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে ভুল চিকিৎসার কারণে এক মহিলার ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

রবীন্দ্রনগর থানায় শুক্রবার মালতি বিশ্বাস নামে ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর পৃথক ও স্বাধীন তদন্ত শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগকারী মহিলা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের সদর দফতর স্বাস্থ্য ভবনে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র নিয়ে উপস্থিত হবেন। সেখানে স্বাস্থ্য দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তাঁদের বক্তব্য শুনবেন, নথি খতিয়ে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এদিকে, মালতি বিশ্বাসের অভিযোগের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনগর থানার পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পলাতক এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুমিত রায় এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগে মালতি বিশ্বাস দাবি করেছেন, হাঁটুর ব্যথার চিকিৎসার জন্য তিনি 'সেবাশ্রয়' বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবিরে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে কিছু ওষুধ দেন। কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পর তাঁর অবস্থার উন্নতি না হয়ে হাঁটুর ব্যথা আরও বেড়ে যায়।

এরপর তিনি ফের 'সেবাশ্রয়' শিবিরে গেলে তাঁকে চিকিৎসা না করে কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তের এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

মালতি বিশ্বাসের দাবি, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে জানান, ভুল ওষুধ দেওয়ার কারণেই তাঁর হাঁটুর সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। এরপর তাঁকে পার্ক সার্কাসের ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

অভিযোগ অনুযায়ী, পরবর্তীতে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়। এরপর তিনি ভুল ওষুধ দেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়ে 'সেবাশ্রয়' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে কোনও সহযোগিতা করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগের একাধিক চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির বিরুদ্ধে মোট ১৭টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে মালতি বিশ্বাসের অভিযোগও রয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই দুটি পৃথক এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগগুলির মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসায় গাফিলতি ও ভুল চিকিৎসার সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়া রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের অনুমতি ছাড়া স্বাস্থ্য শিবির চালানো, শিবিরে অযোগ্য চিকিৎসক নিয়োগ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিতরণের মতো অভিযোগও উঠেছে।

'সতলুজ' ছবির নির্মাতারা সৃজনশীল স্বাধীনতার অজুহাতে বিতর্কিত দাবিকে ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরতে পারেন না: রাভনীত সিং বিট্টু

চণ্ডীগড়, ১২ জুলাই (আইএএনএস): 'সতলুজ' ছবির নির্মাতারা "সৃজনশীল স্বাধীনতা"-র অজুহাত দেখিয়ে বিতর্কিত দাবিকে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরার দায় এড়াতে পারেন না বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী রাভনীত সিং বিট্টু।

রবিবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, পাঞ্জাবের বেদনাদায়ক অতীত কোনও চিত্রনাট্য নয়, যা কোনও নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বেছে বেছে সম্পাদনা করা যাবে।

ছবির নির্মাতা ও পরিচালকের কাছে তিনি দাবি করেন, ছবিতে দেখানো ২৫ হাজার নিখোঁজ বা বেআইনিভাবে দাহ করা মৃতদেহের সংখ্যার পক্ষে সম্পূর্ণ তথ্যচিত্র, সরকারি নথি, আদালতের রায় এবং প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশ করা হোক।

বিট্টু প্রশ্ন তোলেন, "এই সংখ্যা যদি শুধুমাত্র অনুমান বা অভিযোগের ভিত্তিতে তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে কেন দেখানো হয়েছে? দর্শকদের কেন জানানো হয়নি যে কোনও চূড়ান্ত বিচারিক সিদ্ধান্তে এই সংখ্যা নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি?"

পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিংয়ের নাতি বিট্টু বলেন, ১৯৯৫ সালে চণ্ডীগড়ে খালিস্তানি জঙ্গিদের হামলায় তাঁর দাদার হত্যার ঘটনাসহ পাঞ্জাবের সন্ত্রাসবাদ-পর্বের অন্য দিকগুলিও তুলে ধরা উচিত।

তিনি অভিযোগ করেন, ছবিতে পাঞ্জাবের অন্ধকার অধ্যায়ের একাংশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত নিরীহ হিন্দু, বাসযাত্রী, দোকানদার, সরকারি কর্মচারী, শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের হত্যার বিষয়টি একই গুরুত্বে দেখানো হয়নি।

তিনি আরও প্রশ্ন করেন, "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাঞ্জাব পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগকে কেন যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি? সন্ত্রাসী হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার পরিবারের কথা কেন প্রায় অনুপস্থিত?"

বিট্টুর দাবি, বিতর্কিত তথ্যকে অভিযোগ, অনুমান এবং সরকারি ভাবে স্বীকৃত তথ্যের মধ্যে পার্থক্য না দেখিয়ে উপস্থাপন করা ইতিহাস বিকৃতির সামিল।

তিনি বলেন, "সন্ত্রাসবাদের সময় পাঞ্জাব ভয়াবহ মূল্য দিয়েছে। ধর্ম, সম্প্রদায় বা মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি নিরপরাধ ভুক্তভোগী ন্যায়বিচার ও স্মরণের অধিকারী।"

তিনি 'সতলুজ' ছবির নির্মাতাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২৫ হাজার সংখ্যার পক্ষে প্রামাণ্য নথি প্রকাশের আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, "যদি তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য ও যাচাইযোগ্য প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে পাঞ্জাবের মানুষের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে যে এই সংখ্যা কোনও সরকারি ভাবে যাচাই করা হিসাব নয়।"

বিট্টু আরও জানান, দেশের সামনে ঐতিহাসিক তথ্যের ভুল উপস্থাপনা ঠেকাতে প্রয়োজনীয় আইনি ও সাংবিধানিক পদক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

তিনি বলেন, "পাঞ্জাবের ইতিহাস বেছে নেওয়া গল্পের মাধ্যমে নতুন করে লেখা যায় না। সত্যকে প্রচারের উপর, তথ্যকে কল্পনার উপর এবং প্রমাণকে আবেগের উপর স্থান দিতে হবে।"

আমদাবাদে ৪০৪.৬৩ কোটি টাকার নাগরিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করলেন অমিত শাহ

আমদাবাদ, ১২ জুলাই (আইএএনএস): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার আমদাবাদে প্রায় ৪০৪.৬৩ কোটি টাকার একাধিক নাগরিক পরিকাঠামো ও জনপরিষেবা প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বৈদ্যুতিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) বাস পরিষেবা, আবাসন, পানীয় জলের পরিকাঠামো, রাস্তা উন্নয়ন, ডিজিটাল নাগরিক পরিষেবা এবং বিভিন্ন জনসুবিধামূলক উদ্যোগ।

আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এএমসি)-এর আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোট ৩০৪.৯৯ কোটি টাকার ২২টি সম্পূর্ণ হওয়া প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ৯৯.৬৪ কোটি টাকার সাতটি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, 'ভবিষ্যতের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করেই উন্নয়নের পরিকল্পনা করা উচিত।'

গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে আমদাবাদ জনমার্গ লিমিটেড (এজেএল)-এর বহরে ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০টি এবং আমদাবাদ মিউনিসিপ্যাল ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস (এএমটিএস)-এর বহরে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিক বাস যুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শহরের গণপরিবহনে ১৫৫টি নতুন ই-বাস সংযোজিত হল।

এদিন একাধিক আবাসন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে এলডি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১৮.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সুন্দরম কলোনির আবাসন, পুলিশ স্টেডিয়ামের বিপরীতে ১৪.৮৫ কোটি টাকার সি-ক্যাটাগরি আবাসন, শাহিবাগে ১৪.৬৫ কোটি টাকার ই-টাইপ আবাসন টাওয়ার এবং ফোটোলিথো প্রেস কলোনিতে ১২.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বহুতল আবাসন।

নাগরিক পরিষেবাকে আরও সহজ করতে এএমসি-র ই-গভর্ন্যান্স বিভাগের মাধ্যমে বিয়ের নথিভুক্তিকরণ, জল ও নিকাশি সংযোগের আবেদন, সুইমিং পুল ও জিমের সদস্যপদ, ঠিকাদার নিবন্ধন, খাদ্য লাইসেন্সসহ একাধিক পরিষেবা ডিজিটাল মাধ্যমে চালু করা হয়েছে।

এছাড়া চাঁদলোদিয়ার বন্দে মাতরম এলাকায় ১৩.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কমিউনিটি হল, নিকোল ওয়ার্ডে ১৩.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি স্টর্ম ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন, নিউ ওয়াদাজে একটি ফুড কোর্ট ও শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র এবং থালতেজে একটি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়।

আমদাবাদ আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এইউডিএ)-এর উদ্যোগে সর্দার প্যাটেল রিং রোডে একটি আন্ডারপাস এবং ওগনাজ মোড়ের রাস্তা উন্নয়ন-সহ মোট ৬৪.৯২ কোটি টাকার সড়ক প্রকল্পেরও উদ্বোধন হয়।

জল জীবন মিশনের অধীনে ৫১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজও চালু করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নর্মদার পরিশোধিত জল সরবরাহের পাইপলাইন, টেলাভে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ লিটার ধারণক্ষমতার ভূগর্ভস্থ জলাধার এবং পাম্প হাউস নির্মাণ।

এদিন ৯৯.৬৪ কোটি টাকার সাতটি নতুন প্রকল্পেরও শিলান্যাস করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া কলোনিতে চামুণ্ডা হেলথ স্টাফ কোয়ার্টারের ২৭৯টি আবাসন ও পাঁচটি দোকানের পুনর্নির্মাণ, চাঁদখেড়ায় একটি নতুন গণগ্রন্থাগার, ভাটভায় একটি স্পঞ্জ পার্ক এবং জাসপুর হ্রদের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

এছাড়া, বৈদ্যুতিক বাসের জন্য চার্জিং পরিকাঠামো-সহ চাঁদখেড়া, ভারত সার্কেল এবং হান্সপুরা রিং রোডের কাছে তিনটি নতুন বিআরটিএস ডিপো নির্মাণ করা হবে।

এর আগে অনুষ্ঠানে অমিত শাহ আমদাবাদে ১০১টি অক্সিজেন পার্ক এবং সাবরমতী রিভারফ্রন্টে একটি নতুন হেরিটেজ পার্কেরও উদ্বোধন করেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের দাবি, এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে আমদাবাদের গণপরিবহন, আবাসন, পানীয় জল, ডিজিটাল পরিষেবা, নগর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে।

মোদির তিন দেশের সফরে কৌশলগত সম্পর্কের নতুন দিগন্ত, ইউরেনিয়াম সরবরাহে সম্মতি অস্ট্রেলিয়ার

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফরকে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত, প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সফরে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইউরেনিয়াম সরবরাহ, ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য ও কৌশলগত অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হয়েছে।

সরকারি সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়া ভারতের কাছে ইউরেনিয়াম রপ্তানিতে অনীহা দেখালেও এবার দুই দেশের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারতের বেসামরিক পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচিতে অস্ট্রেলিয়ার ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পথ আরও সুগম হবে। ভারত আগামী দিনে ১০০ গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে এগোচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়া সফরে দুই দেশের মধ্যে ব্রহ্মোস সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং "অস্ত্র" এয়ার-টু-এয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সরবরাহ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনামের পর ইন্দোনেশিয়াও ভারতের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে এগোল।

এছাড়া মালাক্কা প্রণালীর প্রবেশমুখে অবস্থিত সাবাং বন্দর উন্নয়নে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া যৌথভাবে কাজ করবে। সমুদ্রপথে বাণিজ্য ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে নিকেল উৎপাদনেও দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে।

সফরকালে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক ও সামরিক সম্মান "বিনতাং আদিপূর্ণা" প্রদান করেন। পাশাপাশি, যোগ্যাকার্তার ঐতিহাসিক প্রাম্বানান মন্দির সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণে ভারতের সহযোগিতার কথাও ঘোষণা করা হয়।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কও আরও জোরদার হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ "কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যাগ্রিমেন্ট" (সিইসিএ) দ্রুত চূড়ান্ত করার বিষয়ে সম্মতি হয়েছে। পাশাপাশি, অস্ট্রেলিয়ানসুপার ভারতে ৫০ কোটি অস্ট্রেলীয় ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে।

অন্যদিকে, প্রায় চার দশক পর কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর নিউজিল্যান্ড সফরে দুই দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), নতুন কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং ২০৩০ সালের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে। এর আওতায় সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন, সাইবার নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উভয় দেশ ৭০০ কোটি নিউজিল্যান্ড ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করেছে।

সফরের সময় ভারতীয় নৌবাহিনী এবং নিউজিল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্সের মধ্যে পারস্পরিক লজিস্টিক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।

সরকারি মহলের মতে, এই তিন দেশের সফরের মাধ্যমে ভারতের কৌশলগত অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যের মেয়েদের স্কুলে সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে টিকাকরণ শিবির, অভিভাবকদের সম্মতি নিয়েই উদ্যোগ

কলকাতা, ১২ জুলাই (আইএএনএস): সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে রাজ্যের সমস্ত মেয়েদের স্কুলে টিকাকরণ শিবির আয়োজনের পরিকল্পনা নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দফতর। তবে এই কর্মসূচি শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের অভিভাবকদের সম্মতি নেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানান, কোনও স্কুলে টিকাকরণ শিবির আয়োজনের জন্য অন্তত ৫০ জন অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন হবে। এজন্য জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করবেন।

ওই বৈঠকে স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধিরা সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে এই টিকার গুরুত্ব এবং টিকা না নেওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অভিভাবকদের জানাবেন। এরপর স্কুল প্রাঙ্গণে টিকাকরণ শিবির আয়োজনের জন্য তাঁদের সম্মতি নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, চলতি বছরের ৩০ মে থেকে রাজ্যে কিশোরীদের জন্য সার্ভিক্যাল ক্যানসার প্রতিরোধে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচির পাইলট প্রকল্প শুরু হয়েছে। ১০ জুলাই পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৪০ জন কিশোরীকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

তবে গত দু"সপ্তাহে টিকাকরণের গতি কিছুটা কমে যাওয়ায় কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করতে স্কুলভিত্তিক টিকাকরণ শিবির আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

যেসব স্কুলে পরিকাঠামোগত কারণে শিবির আয়োজন সম্ভব হবে না, সেক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হবে। সেই কারণে প্রতিটি মেয়েদের স্কুলকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় বা ম্যাপিং করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি টিকাকরণ শিবিরে একজন চিকিৎসক, একজন টিকাকরণ কর্মী এবং একজন ডেটা ম্যানেজার উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট স্কুলের একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে শিবিরের সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, প্রতিটি শিবিরে টিকা নেওয়ার পর ছাত্রীদের পর্যবেক্ষণেরও ব্যবস্থা থাকবে।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এআইডিএসও'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

জলের আয়রন দূর করুন এই চারটি সহজ ঘরোয়া উপায়ে

সকালবেলা কল খুলতেই লালচে বা হলদেটে জল? বালতি, বাথরুমের মেঝে কিংবা বেসিনে কয়েকদিনেই পড়ে যাচ্ছে জেদি আয়রনের দাগ? শুধু তাই নয়, এই অতিরিক্ত আয়রনযুক্ত জল ব্যবহারের ফলে সাধের জামাকাপড় যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই ত্বক খসখসে হয়ে যাওয়া এবং মারাত্মক চুল পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জল।

অনেকেই এই সমস্যা থেকে বাঁচতে দামি ওয়াটার পিউরিফায়ার বা ওয়াটার সফটনার ব্যবহার করেন। তবে সবার পক্ষে সেই ব্যয়বহুল ফিল্টার কেনা সম্ভব হয় না। চিন্তার কিছু নেই, খুব সাধারণ কিছু বৈজ্ঞানিক ও ঘরোয়া কৌশল কাজে লাগিয়েই কল বা টিউবওয়েলের জল থেকে আয়রন সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই সহজ উপায়গুলোঃ

জল থেকে আয়রন আলাদা করার এটি সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রাকৃতিক নিয়ম হল একটি বড় বালতি বা ড্রামে জল ভরে অন্তত ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা স্থিরভাবে রেখে দিন। বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে জলের দ্রবীভূত আয়রন আয়রন-অক্সাইডে পরিণত হবে এবং ভারী হয়ে পাত্রের নিচে লালচে থিতানি হিসেবে জমে যাবে। এবার ওপর থেকে পরিষ্কার জলটি অন্য পাত্রে ঢেলে নিন। নিচের আয়রনযুক্ত জলটুকু ফেলে দিন। যদি দ্রুত জলের আয়রন দূর করতে চান, তবে ফিটকিরি বা চুন ব্যবহার করতে পারেন। এতে জল একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

এক বালতি জলে সামান্য একটু ফিটকিরি গুঁড়ো করে ভালো করে মিশিয়ে দিন। ২-৩ ঘণ্টার মধ্যে জল কাচের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সমস্ত আয়রন নিচে থিতিয়ে পড়বে।

বাড়িতেই একদম নিখরচায় একটি কার্যকর ফিল্টার বানিয়ে নিতে পারেন। একটি বড় প্লাস্টিকের বালতির নিচে ছোট একটি ফুটো করে পাইপ লাগিয়ে নিন। এবার বালতির একদম নিচে প্রথমে এক স্তর পরিষ্কার নুড়ি পাথর, তার ওপর কাঠকয়লার স্তর, এবং সবার ওপরে ভালো করে ধুয়ে নেওয়া মোটা বালির স্তর দিন। এবার ওপর থেকে আয়রনযুক্ত জল ঢাললে, তা এই স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আয়রন বালির স্তরে আটকে যাবে এবং কাঠকয়লা জলের গন্ধ শুষে নেবে। নিচে পাইপ দিয়ে বের হওয়া জল হবে একদম পরিষ্কার।

জলের আয়রন দূর করার পাশাপাশি জলকে জীবাণুমুক্ত করতেও ব্লিচিং পাউডার দারুণ কাজ করে। আয়রনযুক্ত জলে পরিমাণমতো ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেখে দিলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে আয়রন নিচে জমা হয়। তবে এই জল পানের চেয়ে কাপড় কাচা বা স্নানের জন্য ব্যবহার করাই শ্রেয়। আয়রনযুক্ত জলে ভুলেও ডিটারজেন্ট দিয়ে দামি জামাকাপড় কাচবেন না, এতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কাপড় চিরতরে হলদে হয়ে যায়। কাপড় কাচার আগে জলটি ফিটকিরি বা থিতানো পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আপনার বহুদিনের ভরসার টুথপেস্টই ডেকে আনতে পারে হার্টের বিপদ

আপনার পছন্দের একটা নীল বা লাল বা সাদা টুথপেস্টের টিউব। রোজ সকালে বা খাবার খাওয়ার পর সেটিই আপনার সঙ্গী। দাঁত সেনসিটিভ, তাই সেনসোডাইন বা এই ধরনের যে কোনও সেনসিটিভিটি টুথপেস্ট বহু বছর ধরেই আপনি নিয়মিত ব্যবহার করে যাচ্ছেন। দিনে দু'বার মাজলেই ঠান্ডা-গরমের কষ্ট কমে। বিজ্ঞাপনেও তো দেখা যায়, এই মাজনের গুণেই হাসিমুখে আইসক্রিম খাচ্ছেন অভিনেত্রী। কথায় বলে, লুকস আর ডিসেপটিভ। সেই একই কথা প্রযোজ্য এই নিরীহ, ঘরোয়া টুথপেস্টের ক্ষেত্রেও। এই টুথপেস্টের ভেতরে কী আছে, সেটা কি কখনও প্যাকেটের পেছনে দেখেছেন? ছোট ছোট অক্ষরে সেখানে লেখা থাকে: পটাশিয়াম নাইট্রেট ৫। আপাতদৃষ্টিতে নেহাতই একটা মামুলি উপাদান মনে হলেও, এই রাসায়নিক যৌগটি কিন্তু হেলাফেলার নয়। এই সল্টটি হৃদরোগী বা কিডনির রোগীর কাছে একটু আলাদা গুরুত্ব বহন করে।

কী করে এই উপাদান? সেনসিটিভিটির টুথপেস্টের মূল কাজ দাঁতের ভেতরের স্নায়ুকে শান্ত রাখা। পটাশিয়াম নাইট্রেট ঠিক সেই কাজটাই করে। দাঁতের ডেন্টিন স্তরে থাকা ক্ষুদ্র নলগুলোর মধ্যে দিয়ে এই যৌগ স্নায়ুর কাছে পৌঁছয় এবং ব্যথার সংকেত পাঠানো বন্ধ করে দেয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে বলা হয়, নার্ভ ডিপোলারাইজেশন। সহজ ভাষায়, স্নায়ুকে কিছুটা অসাড় করে রাখা।

সাধারণ মানুষের জন্য এই প্রক্রিয়া নিরাপদ। কিন্তু হার্ট বা কিডনির রোগীদের গল্পটা একটু আলাদা।

হার্টের রোগীর বিপদ কোথায়? হৃদরোগীদের রক্তে সাধারণত পটাশিয়ামের মাত্রা এমনিতেই বেশি থাকে। চিকিৎসার ভাষায় এই অবস্থার নাম হাইপারক্যালেমিয়া। হার্ট ফেলিওর রোগীদের মধ্যে এই সমস্যা বাস্তবে ২৫ শতাংশেরও বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

রক্তে পটাশিয়াম বেড়ে গেলে হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক ছন্দ বিগড়ে যেতে পারে। তৈরি হতে পারে অ্যারিদমিয়া, যা কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। হৃদরোগীরা অনেকেই এমন ওষুধ খান যেগুলো শরীরে পটাশিয়াম ধরে রাখে। সেই ওষুধের উপর যদি টুথপেস্টের পটাশিয়াম নাইট্রেট থেকে শোষিত অতিরিক্ত পটাশিয়াম এসে যোগ দেয়, তাহলে ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। কিডনির রোগীরা কেন সতর্ক থাকবেন? সুস্থ কিডনি শরীর থেকে অতিরিক্ত পটাশিয়াম বের করে দেয়। কিন্তু কিডনির রোগে সেই ক্ষমতা কমে আসে। দীর্ঘদিনের ক্রনিক কিডনি ডিজিজ রোগীদের মধ্যে হাইপারক্যালেমিয়া সবচেয়ে পরিচিত বিপদ।

এই রোগীরা যদি প্রতিদিন সেনসিটিভিটির টুথপেস্ট ব্যবহার করেন এবং কিছুটা গিলে ফেলেন বা মুখের মাধ্যমে শোষিত হয়, তাহলে সেই পটাশিয়ামের বোঝা কিডনি বহন করতে পারে না। ফলে সংকট আরও গভীর হয়। তাহলে কি এই টুথপেস্ট একেবারে বিপজ্জনক? না, এতটা নয়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, টুথপেস্টে পটাশিয়াম নাইট্রেটের পরিমাণ মাত্র ৫ শতাংশ। মুখ থেকে শোষিত হওয়ার পরিমাণও অত্যন্ত কম। সুস্থ মানুষের কাছে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কার্যকর। কিন্তু সমস্যা হলো, হৃদরোগী বা কিডনির রোগীরা অনেক সময় অজান্তেই টুথপেস্ট গিলে ফেলেন বা মুখে দীর্ঘক্ষণ রেখে দেন। বয়স্ক রোগীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। সেই অল্প পরিমাণ পটাশিয়ামও তাঁদের জন্য বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

বিকল্প কী? সেনসিটিভিটির টুথপেস্টেই আপনাকে দাঁত মাজতে হবে এমন তো কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। স্ট্যানাস ফ্লুরাইড বা হাইড্রোক্সিঅ্যাপাটাইট ভিত্তিক টুথপেস্টও দাঁতের সেনসিটিভিটি কমাতে পারে। এগুলো পটাশিয়াম নাইট্রেটের মতো পদ্ধতিতে নয়, বরং দাঁতের খোলা নলগুলো বন্ধ করে সংবেদনশীলতা কমানোর কাজ করে। হার্ট বা কিডনির রোগীরা অবশ্যই নিজেদের দাঁতের ডাক্তার ও হৃদরোগ বা নেফ্রোলজি বিশেষজ্ঞকে জানান কোন টুথপেস্ট ব্যবহার করছেন। চিকিৎসক-ই প্রয়োজনে বিকল্প পরামর্শ দেবেন। যে কথাটা কেউ বলে না আমরা প্রতিদিন কত কিছু মুখে দিই, কিন্তু তাতে রয়েছেটা কীসেই উপাদান পড়ি না। তাই সেই নিয়মেই সকালের রুটিনের অংশ হয়ে যাওয়া টুথপেস্টটা কখনওই প্রশ্নের মুখে পড়ে না। কিন্তু চিকিৎসকরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন, দীর্ঘস্থায়ী রোগ থাকলে ওষুধ, খাবার, এমনকি রোজকার টুথপেস্টটাকেও একবার প্রশ্ন করে নেওয়া দরকার। বাথরুমের রাখা আপনার পছন্দের সেই নীল, লাল বা সাদা টিউবটার পেছনের ছোট হরফের লেখাটা আজই একবার পড়ুন। বিশেষত যদি আপনার হার্ট বা কিডনির সমস্যা থাকে। কে বলতে পারে, এই একটা অভ্যাসই বাঁচিয়ে দিতে পারে আপনার জীবন।

দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনটি সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত। নিজের ওষুধ বা দৈনন্দিন অভ্যাস পরিবর্তনের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ঘরোয়া প্যাক লাগালেই ফিরবে হাতের জেল্লা

মুখের ত্বকের যত্ন নিয়মিত নেওয়া হলেও, সারাদিনের ব্যস্ততায় আমাদের হাতের ওপর সবচেয়ে বেশি ধকল যায়। রান্নাবান্না, বাসন মাজা কিংবা বারবার হ্যান্ডওয়াশ ব্যবহারের কারণে হাতের চামড়া দ্রুত শুষ্ক ও কালচে হয়ে পড়ে। তাই মুখের মতোই হাতের সৌন্দর্য ও কোমলতা ধরে রাখতে প্রতিদিন সঠিক পরিচর্যা করা ভীষণ জরুরি। হাতের রোদে পোড়া ভাব ও শুষ্কতা দূর করতে অ্যালোভেরা এবং মুলতানি মাটির প্যাক দারুণ কাজ করে। ২ চা চামচ অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে পরিমাণমতো মুলতানি মাটি, আধা চা চামচ লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে হাতে লাগান। ১৫ মিনিট পর শুকিয়ে গেলে স্বাভাবিক জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে ত্বক নরম ও সতেজ দেখাবে। হাতের ত্বকের মরা অনেকটাই কমে যাবে। ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর কমলার খোসা ত্বকের ভেতরের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে। কমলার খোসা শুকিয়ে গুঁড়া করে রেখে দিন এবং প্রয়োজনমতো সেই গুঁড়ার সঙ্গে কাঁচা দুধ মিশিয়ে হাতে লাগান। নিয়মিত এই প্যাকের ব্যবহারে হাতের যেকোনও জেদি ও কালচে দাগ দ্রুত হালকা হয়ে আসে। বাসন মাজা বা কাপড়কাচার মতো গৃহস্থালির কাজে ক্ষারযুক্ত সাবান হাতের ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করে। রাসায়নিকের এই সরাসরি প্রভাব থেকে বাঁচতে কাজ করার সময় অবশ্যই হাতে গ্লাভস পরার অভ্যাস করুন। এর পাশাপাশি হাত ধোয়ার জন্য গ্লিসারিন সমৃদ্ধ বা ময়েশ্চারাইজিং হ্যান্ডওয়াশ বেছে নেওয়া উচিত। অতিরিক্ত অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার

চামড়া বা মৃত কোষ দূর করে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা ফেরাতে কফি ও চালের গুঁড়ার স্ক্রাব ব্যবহার করুন। ১ চা চামচ কফির সঙ্গে ২ চা চামচ চালের গুঁড়া এবং প্রয়োজনমতো কাঁচা দুধ মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিন। এটি হাতে কয়েক মিনিট আলতোভাবে ম্যাসাজ করে ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। ত্বকের জ্বালাপোড়া কমিয়ে তাৎক্ষণিক সতেজ ভাব ফুটিয়ে তুলতে চন্দনের প্যাক অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। শসা, টমেটো ও লেবুর রসের সঙ্গে সামান্য চন্দনের গুঁড়া মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে পুরো হাতে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে যাওয়ার পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে কালচে ভাব বারবার ব্যবহার করলে হাতের স্বাভাবিক আর্দ্রতা হারিয়ে ত্বক রুক্ষ হয়ে যায়। তাই স্যানিটাইজার কেনার সময় ময়শ্চারাইজিং উপাদানযুক্ত পণ্য বেছে নিন এবং ব্যবহারের পর হ্যান্ড ক্রিম লাগান। রাতে ঘুমানোর আগে ভালো ময়েশ্চারাইজার ও কয়েক ফোঁটা অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করলে হাত পুষ্টি পায়। সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাত আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও আকর্ষণীয় এবং আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। দামি প্রসাধনী বা পার্লারের পেছনে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ না করে ঘরে বসেই এই নিয়মগুলো মেনে চলুন। নিয়মিত প্রাকৃতিক পরিচর্যা আর সামান্য সচেতনতাই আপনার হাতকে দীর্ঘদিনের জন্য নরম ও মসৃণ রাখবে।

আলুর চিপস না আলুর ভুজিয়া কোনটা বেশি স্বাস্থ্যকর

বিকেলের আড্ডায় এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে কামড় বসাতে অনেকেই পটেটো চিপস বা আলু ভুজিয়ার প্যাকেট বেছে নেন। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই জনপ্রিয় স্ন্যাক্সকে একই রকম মনে হলেও এদের তৈরি করার পদ্ধতি ও উপাদানে রয়েছে অনেক তফাত। সাধারণ পটেটো চিপস তৈরি হয় আলুর পাতলা স্লাইস ভেজে, অন্যদিকে আলু ভুজিয়া তৈরিতে ব্যবহার করা হয় সেদ্ধ আলু ও বিভিন্ন ধরনের ডাল। স্বাদ এবং গঠনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে আলু ভুজিয়া দেখতে অনেকটা সরু নুডলসের মতো হয়। এটি বেশ মচমচে এবং এর স্বাদ নোনতা ও ঝাল মশলাদার হয়ে থাকে। এর বিপরীতে পটেটো চিপস আকারে গোল এবং পাতলা হয়, যার কারণে ভুজিয়ার তুলনায় এটি চিবানো কিছুটা সহজ ও হালকা মনে হয়। পুষ্টিগুণের নিরিখে আলু ভুজিয়া তৈরিতে বেসন বা ছোলার ডাল এবং মথ বিনের ময়দা ব্যবহার করা হয়। ডাল থাকার কারণে সাধারণ পটেটো চিপসের তুলনায় আলু ভুজিয়া থেকে কিছুটা বেশি পরিমাণে প্রোটিন এবং ফাইবার পাওয়া সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে যে বাজারে চলতি ভুজিয়াও কিন্তু কড়া তেলে ভাজা হয়, যা শরীরের জন্য খুব একটা উপকারী নয়। যদিও আলু ভুজিয়া থেকে কিছুটা প্রোটিন পাওয়া যায়, তবুও এটিকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে গণ্য করা যায় না। এতে প্রচুর পরিমাণে লবণ এবং ফ্যাট থাকে, যা উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য বা যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন তাদের পক্ষে মোটেও উপযুক্ত নয়। তাই প্যাকেটজাত ভুজিয়া খাওয়ার ক্ষেত্রেও পুষ্টিবিদরা পরিমাপ বজায় রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্যাকেটজাত অন্যান্য স্ন্যাক্স যেমন অতিরিক্ত কৃত্রিম উপাদানযুক্ত পটেটো চিপস বা বিস্কুটের তুলনায় আলু ভুজিয়াকে কিছুটা ভালো বিকল্প বলা চলে। কারণ এতে কৃত্রিম ফ্লেভার বা রাসায়নিক প্রিজারভেটিভের ব্যবহার সাধারণত কিছুটা কম থাকে। তবে অতিরিক্ত তেল ও লবণের ক্ষতিকর প্রভাব এড়াতে এটি খাওয়ার পরিমাণ সীমিত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যদি স্বাস্থ্য এবং স্বাদ দুই-ই বজায় রাখতে চান, তবে সবচেয়ে সেরা উপায় হল ঘরেই আলু ভুজিয়া তৈরি করে নেওয়া। বাড়িতে বানালে আপনি নিজেই উপাদানের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং তেলের পরিমাণও কমিয়ে আনা সম্ভব। ছোলার ডালের বেসন, মথ বিনের আটা, সেদ্ধ আলু ও হালকা মশলা মিশিয়ে সহজেই এর ডো তৈরি করা যায়। ঘরের তৈরি ভুজিয়ার পুষ্টিগুণ আরও বাড়াতে চাইলে ডো বা মণ্ডটি তৈরি করার সময় তার মধ্যে পালং শাক বা বিটরুটের পিউরি মিশিয়ে দিতে পারেন। এতে ভুজিয়াতে যেমন চমৎকার একটা প্রাকৃতিক রং আসবে, তেমনই যোগ হবে অতিরিক্ত ভিটামিন। এরপর ভুজিয়া প্রেসের সাহায্যে ছোট ছোট স্ট্র্যান্ড তৈরি করে হালকা শুকিয়ে নিতে হবে।

বাঙালির আড্ডার পাতে মিষ্টিমুখের চল চিরন্তন

ছুটির দিনের বিকেল হোক কিংবা উৎসবের মরশুম, বাঙালির আড্ডার পাতে মিষ্টিমুখের চল চিরন্তন। আর মিষ্টির দোকানে থরে থরে সাজানো চিনির রসে ডুবানো চৌকো বা জিভে গজা দেখলে জিভে জল আসে না, এমন বাঙালি মেলা ভার। তবে অনেকেই মনে করেন, দোকানের মতো নিখুঁত স্তরযুক্ত এবং ভেতর থেকে রসালো গজা বাড়িতে বানানো বেশ কঠিন। এই ধারণা কিন্তু একেবারেই ভুল! মিষ্টির দোকানের সিক্রেট টেকনিক মেনে খুব সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে ঘরেই কীভাবে বানিয়ে নেওয়া যায় একদম মুচমুচে ও পারফেক্ট গজা, রইল তার সহজ ও ধাপে ধাপে গাইডলাইন।

যা যা লাগবে—

ময়দা: ২ কাপ
ঘি বা সাদা তেল (ময়ানের জন্য): ৪ টেবিল চামচ
বেকিং পাউডার: ১/৪ চা চামচ (এক চিমটে)
নুন: এক চিমটে (মিষ্টির স্বাদ ব্যালেন্স করার জন্য)
ঠান্ডা জল: ময়দা মাখার জন্য পরিমাণমতো
সাদা তেল: গজা ছাঁকার জন্য
সিরার বা রসের জন্য:
চিনি: ১.৫ কাপ
জল: ১ কাপ
ছোট এলাচ: ২টি (থেঁতো করা)

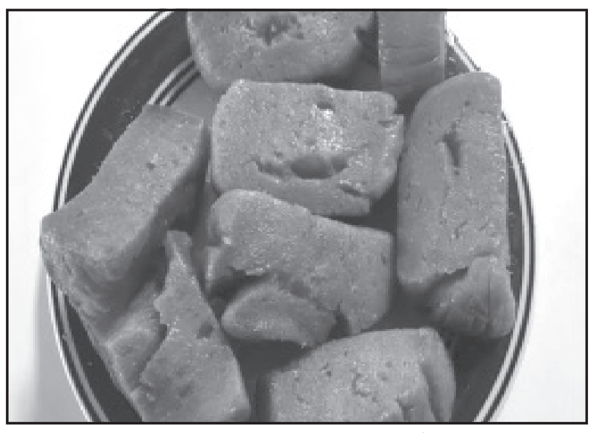

এভাবে তৈরি করুন প্রথমে একটি বড় পাত্রে ময়দা, বেকিং পাউডার এবং এক চিমটে নুন ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার এতে ৪ টেবিল চামচ ঘি বা তেল দিয়ে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে মেখে নিন (যাকে ময়ান দেওয়া বলে)। ময়দা মুঠো করলে যদি দলা পাকিয়ে যায়, তবে বুঝবেন ময়ান পারফেক্ট হয়েছে। এবার অল্প অল্প ঠান্ডা জল দিয়ে একটা শক্ত ডো তৈরি করুন। মনে রাখবেন, লুচি বা পরোটার মতো ঠাসবেন না, শুধু উপকরণগুলো একসঙ্গে জুড়ে নেবেন। এবার ভেজা কাপড় দিয়ে ১৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। ১৫ মিনিট পর ময়দার লেচিটিকে বেলন চাকি দিয়ে সামান্য মোটা করে বেলে নিন। এবার ছুরি দিয়ে মাঝখান থেকে কেটে একদিকের অংশ অন্যদিকের ওপর চাপিয়ে দিন। আবার হালকা হাতে বেলুন। এই পদ্ধতিটি ৫ থেকে ৬ বার করুন। এই কাটাকুটি খেলার জন্যই গজায় দোকানের মতো সুন্দর স্তর বা লেয়ার তৈরি হবে। এবার ১ ইঞ্চি পুরু রেখে চারপাশ কেটে চৌকো আকৃতি দিন এবং পছন্দমতো আকারে গজা কেটে নিন। কড়াইতে পর্যাপ্ত সাদা তেল হালকা গরম করুন। তেল যেন খুব বেশি গরম না হয়। হালকা গরম তেলেই গজাগুলো ছেড়ে দিন। একদম ধিমে আঁচে সময় নিয়ে ভাজতে হবে। তাড়াহুড়ো করলে ওপরটা লাল হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থাকবে। গজাগুলো নিজে থেকেই ফুলে ওপরে ভেসে উঠবে এবং যখন গাঢ় সোনালি রঙ ধরবে, তখন তেল ছেঁকে তুলে নিন। অন্য একটি পাত্রে চিনি, জল ও এলাচ দিয়ে ফুটিয়ে এক তারেবর চটচটে রস বানিয়ে নিন। রস যেন খুব পাতলা বা একদম ঘন না হয়। এবার গ্যাস বন্ধ করে হালকা গরম রসে গরম গরম ভাজা গজাগুলো দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক রসের মধ্যে উল্টেপাল্টে রেখে তুলে নিন। ব্যস, ওপর থেকে মুচমুচে আর ভেতর থেকে রসে টইটম্বুর দোকানের স্বাদের গজা এখন আপনার প্লেটে হাজির! ঠান্ডা করে এয়ার টাইট কন্টেনারে রাখলে এটি বেশ কয়েকদিন ভালো থাকে।

বৃষ্টির দিনে খিচুড়িতেই চরম তৃপ্তি

বৃষ্টির দিনে খিচুড়িতেই চরম তৃপ্তি বর্ষার মেঘলা দিনে এক বাটি গরম ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ির চেয়ে আরামদায়ক আর কিছুই হতে পারে না। আয়ুর্বেদ অনুসারে এই স্যাঁতসেঁতে মরসুমে যখন আমাদের পরিপাকতন্ত্র কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে, তখন চাল ও ডালের সুষম মেলবন্ধনে তৈরি এই হালকা অথচ পুষ্টিকর খাবারটি শরীরকে চাঙ্গা রাখতে দারুণ সাহায্য করে। তাই বৃষ্টির আমেজকে আরও একটু সুস্বাদু করে তুলতে এই মরসুমে আপনি চেখে দেখতে পারেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ৭টি চমৎকার স্বাদের খিচুড়ি।

উপবাস বা উৎসবের দিনগুলিতে এনার্জি জোগাতে সাবুদানার খিচুড়ি সারা দেশেই ভীষণ জনপ্রিয়। কার্বোহাইড্রেটে ভরপুর এই পদটি তৈরির মূল চাবিকাঠি হল সাবুদানা ভালো করে ধুয়ে অতিরিক্ত স্টার্চ ফেলে দেওয়া এবং চার ঘণ্টার বেশি না ভিজিয়ে রাখা। রান্নার সময় ভাজা চিনাবাদামের গুঁড়ো এবং কোড়ানো নারকেল এর সঙ্গে মেশালে আপনার বর্ষার দুপুর একেবারে জমে যাবে।

গুজরাটের বারডোলি অঞ্চলের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী পদ হল বারডোলি কি খিচুড়ি আলু, গাজর, মটরশুঁটি এবং বেগুন সহযোগে তৈরি এই পুষ্টিকর খিচুড়িতে ফোড়ন হিসেবে ব্যবহার করা হয় সুগন্ধী মশলা এবং কাঁচা আম। কাঁচা আমের হালকা টক ভাব এবং সবজির পুষ্টিগুণ এই পদটিকে বর্ষার দিনে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

বাঙালির বারো মাসের প্রিয় খিচুড়ি বর্ষার দিনে যেন আরও বেশি জমজমাট হয়ে ওঠে। চাল, ডাল এবং খাঁটি ঘি-মশলার এই মেলবন্ধনে অনেকে ফুলকপি, আলু ও মটরশুঁটি যোগ করতে পছন্দ করেন, আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা অনুযায়ী এতে মাছ বা মাংসের মতন বৈচিত্র্যও দেখা যায়। তবে ঐতিহ্য মেনে হালকা পাতলা বা চচ্চড়ি দিয়ে সিম্পল খিচুড়ি খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

ওড়িশার বিখ্যাত দালমা খিচুড়ি পুষ্টি এবং স্বাদে এতটাই অতুলনীয় যে একে কেউ অসুস্থ মানুষের খাবার বলার ভুল করবেন না। তুঁত বা অড়হর ডালের সঙ্গে কাঁচকলা, মিষ্টি কুমড়ো, বেগুন সহ নানা সবজি সেদ্ধ করে সর্ষে ও জিরের চমৎকার ফোড়ন দিয়ে এটি তৈরি হয়। এছাড়া পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ হিসেবে তৈরি "আদা হেঙ্গু খেচুড়ি"র স্বাদও ওড়িশায় অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কর্নাটকের প্রতিটি রেস্তোরাঁ ও টিফিন সেন্টারের অন্যতম সেরা আকর্ষণ হল বিসি বেলে বাথ, যার অর্থ গরম লেন্সিল রাইস। চাল, ডাল এবং বিশেষ কিছু দক্ষিণ ভারতীয় মশলার সঙ্গে দেশি ঘি, সর্ষে, কারিপাতা, শুকনো লঙ্কা ও কাজুবাদামের ফোড়নে তৈরি এই খিচুড়ির টেক্সচার সামান্য আঠালো এবং স্বাদ বেশ চটপটা হয়। কম সময়ে রাজকীয় স্বাদের স্বাদ পেতে এর জুড়ি মেলা ভার।

বর্ষার দিনে মুখে একটু ভিন্ন স্বাদ আনতে এবং মেটাবলিজম বাড়িয়ে শরীরের প্রদাহ দূর করতে পালং ডাল খিচুড়ি দুর্দান্ত অপশন। এটি সম্পূর্ণ গ্লুটেন-মুক্ত এবং ভেগান একটি পদ, যা পুষ্টির পাশাপাশি পকেটের জন্যও বেশ সাশ্রয়ী। আপনি চাইলে এর পুষ্টিগুণ আরও বাড়াতে এর মধ্যে গাজর, টমেটো বা ক্যাপসিকামের মতো মরসুমি সবজিও কুচিয়ে দিতে পারেন।

মুগ ডালের চেনা স্বাদ থেকে একটু ছুটি নিতে চাইলে ঘরে থাকা ছোলার ডাল দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন চানা ডাল খিচুড়ি। বাসমতি চালের সঙ্গে ৪-৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা ছোলার ডাল, হিং, লাল লঙ্কার গুঁড়ো এবং সামান্য তেলের কম্বিনেশনে তৈরি এই পদটি ভীষণ হালকা অথচ সুস্বাদু হয়। অল্প পরিশ্রমে তৈরি এই চমৎকার খিচুড়ি আপনার বর্ষার দুপুরকে অনায়াসেই জমিয়ে দেবে।

তামিলনাড়ুতে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে ২২.৩৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার, ঘুষের অভিযোগে গ্রেফতার ৭ সরকারি কর্মী

চেন্নাই, ১২ জুলাই (আইএএনএস): তামিলনাড়ু জুড়ে দুর্নীতিবিরোধী বিশেষ অভিযানে ২২.৩৩ লক্ষ টাকার অঘোষিত নগদ উদ্ধার করেছে ডিরেক্টরেট অফ ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন (ডিভিএসি)। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার বিনিময়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সাতজন সরকারি কর্মীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৪ জুলাই থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত চলা এই সপ্তাহব্যাপী অভিযানে রাজ্যের একাধিক জেলায় সরকারি দফতরে আকস্মিক তল্লাশি চালানো হয়। পাশাপাশি, রাজ্যের সীমান্তবর্তী চেকপোস্টগুলিতেও বিশেষ নজরদারি চালানো হয়।

ডিভিএসি-র অধিকর্তা এ. অরুণ জানান, কৃষ্ণগিরি, তিরুভাল্লুর, থেনি, কান্যকুমারী, দিন্দিগুল, তাঞ্জাভুর এবং রানিপেট জেলার মোট ১১টি সরকারি দফতরে আকস্মিক অভিযান চালিয়ে ১২.৪৬ লক্ষ টাকার অঘোষিত নগদ উদ্ধার করা হয়েছে।

এছাড়া, রাজ্যের সীমান্ত চেকপোস্টে যানবাহন তল্লাশির সময় আরও ৯.৮৭ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। সব মিলিয়ে অভিযানে মোট ২২.৩৩ লক্ষ টাকার অঘোষিত নগদ উদ্ধার হয়েছে।

এই সময়ে ডিভিএসি সাতটি পৃথক ফাঁদ পেতে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সাতজন সরকারি কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।

৭ জুলাই ভিল্লুপুরম জেলায় একটি বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য ১৫ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট বালামুরুগনকে গ্রেফতার করা হয়। একই দিনে তিরুপ্পুর জেলায় পাট্টা (জমির মালিকানা) হস্তান্তরের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ৫ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন গ্রাম প্রশাসনিক আধিকারিক আব্দুল রহমান।

৯ জুলাই চেন্নাইয়ের ভেলাচেরি থানার কনস্টেবল আলাগুরাজাকে বাজেয়াপ্ত মোটরবাইকের লাইসেন্স ফেরত দেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে হাতেনাতে ধরা হয়। একই দিনে শিবগঙ্গা জেলার তিরুপ্পুভানম থানার এক সাব-ইন্সপেক্টরকে বিয়ে-সংক্রান্ত একটি বিষয় নিষ্পত্তির জন্য ৩ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়া, শিবগঙ্গা জেলার গ্রাম সহকারী গণেশনকে পাট্টায় নাম পরিবর্তনের জন্য ৩ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

১০ জুলাই কল্লাকুরিচি জেলার তালুক অফিসের সহকারী অ্যারনকে পাট্টায় নাম পরিবর্তনের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য ২,৫০০ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। একই দিনে তেঙ্কাসি জেলার ভূমি জরিপকারী শঙ্করকে একই ধরনের কাজের জন্য ১০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়।

এদিকে, পৃথক একটি মামলায় ভিল্লুপুরমের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের বিশেষ আদালত প্রাক্তন তহসিলদার অধিভগবন এবং তাঁর প্রাক্তন চালক কন্দাসামিকে ঘুষ মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেছে। আদালত তাঁদের প্রত্যেককে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা করে জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে।

বেহাল অবস্থায় ভদ্রাই সেনাপতি পাড়া জে.বি স্কুল, বর্ষায় স্টাফ রুমে আশ্রয় নিয়ে চলছে পড়াশোনা

আগরতলা, ১২ জুলাই: জিরানিয়া মহকুমার বোরখা সার্কেলের অন্তর্গত মান্দাই এলাকার ভদ্রাই সেনাপতি পাড়া জে.বি বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কারের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষাকালে বিদ্যালয়ের ছাদ দিয়ে বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে পড়ায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। ফলে বৃষ্টির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাফ রুমে আশ্রয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হচ্ছে। এতে স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, একাধিকবার মান্দাইয়ের ইন্সপেক্টর অব স্কুলস (আইএস) এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরের কাছে বিষয়টি লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে। তবে অভিযোগ, মাঝে মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাপ (মেজারমেন্ট) করা হলেও সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি।

অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর বর্ষা এলেও বিদ্যালয়ের ভবনের সংস্কার হয়নি। তাঁদের মতে, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে বিদ্যালয় ভবনের মেরামতের কাজ শুরু করা জরুরি।

এই পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-এর শিক্ষা দপ্তরের কার্যনির্বাহী সদস্য সি. কে. জমাতিয়ার কাছে বিদ্যালয়টি পরিদর্শনের আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা খতিয়ে দেখে দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।যদিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর বা ইন্সপেক্টর অব স্কুলসের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

GOVERNMENT OF TRIPURA
GOMATI DISTRICT ADMINISTRATION
Invitation
Sir/Madam,
It gives us immense pleasure to invite you to grace the
Foundation Stone Laying / Inauguration Ceremony
of various Developmental Projects under Gomati District
on Monday, the 13th July, 2026 at 12:00 Noon
at Rajarshi Auditorium, Udaipur, Gomati District, Tripura.
The programme will be graced by the distinguished guests:
CHIEF GUEST & INAUGURATOR : Prof. (Dr.) Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Tripura
GUESTS OF HONOUR : Sri Pranajit Singha Roy, Hon'ble Minister, Finance, IT, Planning & Coordination Deptt., Govt. of Tripura
: Sri Tinku Roy, Hon'ble Minister, Youth Affairs & Sports, Labour, Social Welfare & Social Education Deptts., Govt. of Tripura
: Sri Debal Debroy, Hon'ble Sabhadhipati, Gomati Zilla Parishad
: Sri Abhishek Deb Roy, Hon'ble MLA, 32-Matabari Assembly Constituency
: Sri Jitendra Majumder, Hon'ble MLA, 33-Kakraban-Salgarh Assembly Constituency
SPECIAL GUESTS : Sri Kiran Gitte, IAS, Secretary, Health & Family Welfare and Public Works (incl. R&B) (excl. DWS) etc. Deptts., Govt. of Tripura
: Dr. Pradeep Kumar Chakravarty, IAS, Secretary, Youth Affairs & Sports Department, Govt. of Tripura
: Sri Binoy Bhusan Das, Jt. Labour Commissioner, Government of Tripura
: Sri Rishabh, IPS, Superintendent of Police, Gomati District
PRESIDENT : Sri Sital Chandra Majumder, Hon'ble Chairperson, Udaipur Municipal Council
Your gracious presence will greatly enrich the occasion.
Convener
Rinku Lather, IAS
District Magistrate & Collector
Gomati District, Udaipur
ALL ARE CORDIALLY INVITED
ICA/D-547/25

হাসপাতালের উদ্বোধন

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মাদকমুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, একসময় সরকারি হাসপাতালগুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে নানা ধরনের পরিকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত ছিল হাসপাতালগুলি। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি হাসপাতালগুলিকে আধুনিকীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, “আমরা দাবি করছি না যে সব কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। তবে ধাপে ধাপে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ চলছে। আজকের এই হাসপাতাল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।” মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই হাসপাতালটি আপাতত একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছে। এটি সফল হলে রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত এলাকায় একই ধরনের আধুনিক হাসপাতাল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

তিনি বলেন, “ত্রিপুরায় একটি সমন্বিত বা ইন্টিগ্রেটেড হেলথ সিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। যেমন পঞ্চায়েত স্তরে ই-অফিস চালু করা সম্ভব হয়েছে, তেমনই স্বাস্থ্য পরিষেবাকেও সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।”

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এই হাসপাতালটি সম্পূর্ণ কাগজবিহীন ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে। দরিদ্র মানুষও যাতে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, সেই লক্ষ্যেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো নিয়ে হাসপাতালটি নির্মাণ করা হয়েছে।

হাসপাতালে থাকবে নাক-কান-গলা (ইএনটি), মেডিসিন ও স্ত্রীরোগ বিভাগের বহির্বিভাগ (ওপিডি), মাতৃ ও শিশু পরিচর্যা পরিষেবা, ছোট ও সাধারণ অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা, ৫০টি শয্যার প্রতিটিতে অক্সিজেন সংযোগ, পৃথক অক্সিজেন প্ল্যান্ট এবং জরুরি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। এছাড়াও পরিবেশ রক্ষায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণে একটি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই হাসপাতাল চালু হওয়ায় আগরতলা ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের ছোটখাটো জরুরি চিকিৎসার জন্য অন্যত্র ছুটতে হবে না। প্রাথমিক পর্যায়েই অধিকাংশ চিকিৎসা এখানেই পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রায় সব ধরনের চিকিৎসা পরিষেবাই উপলব্ধ হওয়ায় রেফার রোগীর সংখ্যা ৮৩ শতাংশ কমে এসেছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে একটি আধুনিক মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাসপাতাল গড়ে তোলা হচ্ছে এবং শুধু আগরতলাতেই নয়, প্রতিটি জেলায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ত্রিপুরায় সফলভাবে সাতটি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরও দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে হার্ট ও লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পরিষেবা চালুর দিকেও সরকার পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে বলে জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, পুর কমিশনার তথা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (এনএইচএম) ত্রিপুরা মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ-সহ স্বাস্থ্য ও প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

সরব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

করেই দ্রুত ইথানল নীতি কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে জনগণের মতামত ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উপেক্ষিত হয়েছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে প্রদেশ কংগ্রেস বলেছে, ইথানল উৎপাদনের জন্য বৃহৎ পরিসরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জমি ব্যবহার করা হলে ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। একইসঙ্গে ইথানল উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ জল ব্যবহারের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করার দাবি জানানো হয়েছে। পরিবেশগত প্রভাবের প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজ্যে ইথানল কারখানার দূষণ, ভূগর্ভস্থ জলের উপর প্রভাব এবং কৃষিজমির ক্ষতির অভিযোগ সামনে এসেছে উল্লেখ করে, এসব ঘটনার নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক তদন্তের দাবি জানিয়েছে দল। বিশেষ করে মেঘালয়ের বাইরনিহাট শিল্পাঞ্চলে দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ এবং একটি ইথানল কারখানাকে ঘিরে ওঠা বিতর্কের প্রসঙ্গও প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।এছাড়া কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করির উপস্থিতিতে ইথানল নীতির প্রচার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে প্রদেশ কংগ্রেস। সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনের উল্লেখ করে দলের দাবি, মন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে ইথানল শিল্পের সম্ভাব্য ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়ে জনমনে যে প্রশ্ন উঠেছে, সে বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের স্বচ্ছ অবস্থান জানানো উচিত। পাশাপাশি কোন কোন বেসরকারি সংস্থা কত পরিমাণ ইথানল সরবরাহ করছে এবং কী মূল্যে তা কেনা হচ্ছে, সেই তথ্যও প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে।প্রদেশ কংগ্রেস স্পষ্ট করেছে যে তারা পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, কৃষকের উন্নয়ন কিংবা বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থার বিরোধী নয়। তবে সাধারণ মানুষের আর্থিক স্বার্থ, পরিবেশগত প্রভাব এবং নীতির বাস্তব ফলাফল সম্পর্কে পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত না করে এই ধরনের নীতি চাপিয়ে দেওয়া গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী বলে তাদের মত।প্রেস বিবৃতিতে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের কাছে ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল নীতির অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত প্রভাব নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ, বিশেষজ্ঞদের মতামত জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং জনগণের উদ্বেগ দূর করতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।

মোট ৪

● প্রথম পাতার পর

এদিকে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ধলাই জেলার মনু থানার অন্তর্গত লাম্বাবিল এলাকায় যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)। এ ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, টিএসআরের অষ্টম ব্যাটালিয়নের জওয়ান এবং মনু থানার পুলিশ যৌথভাবে লাম্বাবিল এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানের সময় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করে তল্লাশি চালানো হলে তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্য প্রতি প্যাকেটে ২০০টি করে মোট ৫০টি ছোট প্যাকেটে রাখা ছিল। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে মাদকগুলো জব্দ করা হয়।

আটক দুই অভিযুক্তের নাম পাম্পাইয়া রিয়াং (২৪), পিতা তাংপাইয়া রিয়াং এবং পরশুরাম রিয়াং (৩৮), পিতা অভয় রাম রিয়াং।ঘটনার পর মনু থানায় মামলা নং ১০/২০২৬ রুজু করা হয়েছে। মামলাটি এনডিপিএস আইন-এর ২১ ধারায় দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটের উৎস, সম্ভাব্য গন্তব্য এবং এই মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরে ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্প

বিশাখাপত্তনম, ১২ জুলাই (আইএএনএস): রবিবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে ৪.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের জেরে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম এবং সংলগ্ন একাধিক জেলায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

ভারতীয় সময় ভোর ৫টা ৫ মিনিট নাগাদ বিশাখাপত্তনম শহরের গাজুওয়াকা, মঙ্গলপালেম, সাগর নগর, পেদ্দা ওয়ালটেয়ার, আরিলোভা, এমভিপি কলোনি, আপ্পুঘর-সহ বিভিন্ন এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান ইনফরমেশন সার্ভিসেস (ইনকয়েস) জানিয়েছে, রবিবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে রিখটার স্কেলে ৪.৫ মাত্রার একটি মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। এর প্রভাবেই বিশাখাপত্তনম শহরের বিভিন্ন এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটি ভোর ৫টা ৫ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে। এর উপকেন্দ্র ছিল বঙ্গোপসাগরে কাকিনাড়া উপকূল থেকে প্রায় ২২৫ কিলোমিটার দূরে। উপকেন্দ্রের অবস্থান ছিল ১৬.৮০৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৪.৩৮১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।

বিশাখাপত্তনম ছাড়াও অনাকাপল্লি, বিজয়নগরম, কাকিনাড়া এবং কোনাসীমা জেলার কয়েকটি এলাকাতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে খবর।

ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

আগরতলা, ১২ জুলাই : ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো শনিবার। রাজধানীর পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্তসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ শঙ্কর প্রসাদ দত্ত বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই সময় রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য একটি শক্তি সক্রিয় ছিল। বিভিন্ন সময়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যেত এবং সাধারণ মানুষ সমস্যার মুখে পড়তেন। সেই পরিস্থিতিতে সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করেছে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের মানুষ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারছেন না। এমন এক পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সংগঠনের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রক্তাক্ত মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

তদন্তের স্বার্থে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলবে বলে তিনি জানান।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমতলী থানাধীন এলাকায় একাধিক খুন ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। তবে এই ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

বেআইনি ও স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা চিহ্নিতকরণে সমীক্ষা পর্যালোচনায় ১৮ সদস্যের কমিটি, ১৫ জুলাই থেকে শুরু হবে জেলা পরিদর্শন

কলকাতা, ১২ জুলাই (আইএএনএস) : পশ্চিমবঙ্গের ১২টি জেলায় বেআইনিভাবে পরিচালিত ও স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসা, যেগুলিকে সাধারণত ‘খারিজি মাদ্রাসা’ বলা হয়, সেগুলি চিহ্নিত করতে চলা সমীক্ষার পর্যালোচনার জন্য ১৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১৫ জুলাই থেকে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলাগুলি পরিদর্শন শুরু করবে এবং ২১ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের বিস্তারিত রিপোর্ট রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের কাছে জমা দেবে। ওই রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতেই পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।যে ১২টি জেলায় এই পর্যালোচনা হবে, সেগুলি হল কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা।প্রসঙ্গত, গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের (ডিএম) নিজ নিজ জেলার মাদ্রাসাগুলির বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট ৫ জুলাইয়ের মধ্যে নবান্নে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল।রাজ্য প্রশাসনের সূত্রের খবর, জেলাশাসকদের প্রাথমিক রিপোর্ট পর্যালোচনার পর দেখা গিয়েছে, এই ১২টি জেলায় স্বীকৃতিহীন মাদ্রাসার সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। তাই চূড়ান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দ্বিতীয় দফায় সমীক্ষা ও পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগের নির্দেশিকায় জেলাশাসকদের মাদ্রাসাগুলির প্রতিষ্ঠার তারিখ, রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরে নথিভুক্ত কি না, নিবন্ধনের তথ্য, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা, আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে কি না এবং সেখানে কী ধরনের পাঠ্যক্রম পড়ানো হয় এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পর মন্ত্রী খুদিরাম টুডু ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যে বেআইনিভাবে পরিচালিত মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি জানিয়েছিলেন, চিহ্নিত হওয়ার পর এই ধরনের মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, ভবিষ্যতেও যাতে রাজ্যের কোথাও বেআইনি মাদ্রাসা গড়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে প্রশাসন সর্বদা সতর্ক থাকবে।

নদীর ভাঙ্গনে আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মেলাঘর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নদীভাঙন রোধে বোল্ডার ফেলার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে বর্ষাকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্থায়ী প্রতিরোধমূলক কাজ শুরু করা সম্ভব নয় বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থায়ী কাজ শুরু হওয়ার আগেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বসতবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে।

নুরজাহান বিবির পরিবার জানিয়েছে, পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। স্বামী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত এবং তিনি নিজেও হৃদরোগে ভুগছেন। ছেলেদের সীমিত আয়েই কোনো রকমে সংসার চলছে। এই অবস্থায় নতুন করে জমি কিনে বাড়ি নির্মাণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন এবং মেলাঘর পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে অস্থায়ীভাবে নদীভাঙন রোধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন নুরজাহান বিবি। তাঁর আশা, স্থায়ী প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার আগেই প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিলে অন্তত মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকু রক্ষা করা সম্ভব হবে। এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। সময়মতো জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে শুধু নুরজাহান বিবির পরিবার নয়, নদীভাঙনের মুখে থাকা আরও কয়েকটি পরিবারও চরম বিপদের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

গান্ধীনগরে ২০২৯ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ সবুজ আচ্ছাদনের লক্ষ্য, ছাদে সৌর প্যানেলের আহ্বান অমিত শাহের

আহমেদাবাদ, ১২ জুলাই (আইএএনএস): গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে সবুজ আচ্ছাদনের পরিমাণ ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। একই সঙ্গে তিনি এলাকার প্রতিটি বাড়িতে ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য বাসিন্দাদের আহ্বান জানান।

রবিবার আহমেদাবাদে এক বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই সবুজ আচ্ছাদন বেড়ে প্রায় ১১.২৩ শতাংশ হয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এই পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করে ২০ শতাংশে নিয়ে যাওয়াই তাঁর ব্যক্তিগত সংকল্প।

অমিত শাহ বলেন, “২০২৯ সালের নির্বাচনের মধ্যে গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে ২০ শতাংশ সবুজায়ন নিশ্চিত করাই আমার ব্যক্তিগত লক্ষ্য। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে এই লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।”

তিনি আবাসন সমিতিগুলিকে খালি জমি ব্যবহার করে বৃক্ষরোপণের জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, এই লক্ষ্য পূরণে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বৃক্ষরোপণ অভিযানের পাশাপাশি ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর ওপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, দেশের সব লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রুফটপ সৌর স্থাপন হয়েছে।

তিনি বলেন, আবাসন সমিতি ও বাড়ির মালিকরা সৌর প্যানেল স্থাপন করলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ লিফট, রাস্তার আলো-সহ সাধারণ পরিষেবায় ব্যবহার করা যাবে এবং পরিবারের বিদ্যুৎ খরচও কমবে।

অমিত শাহ বলেন, “কোনও বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট বা ছাদ যেন সৌর প্যানেল ছাড়া না থাকে।”

তাঁর বক্তব্য, ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়লে প্রচলিত বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনজনিত কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে এবং শহরের তাপমাত্রা কমাতেও সহায়তা করবে।

তিনি বাসিন্দাদের দুটি দীর্ঘমেয়াদি জনআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানএকটি বৃক্ষরোপণ এবং অন্যটি ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন।

তিনি বলেন, “আপনাদের আবাসন বা এলাকার কোনও কোণ যেন গাছহীন না থাকে। একইভাবে কোনও বাড়ি যেন রুফটপ সৌর প্যানেল ছাড়া না থাকে।”

অনুষ্ঠানে অমিত শাহ জানান, রবিবার বিকেলের মধ্যে গান্ধীনগর লোকসভা কেন্দ্রে ১.২৫ কোটিরও বেশি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান, দিনের পরবর্তী সময়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে থালতেজ, সারখেজ ও স্টেডিয়াম ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।এই বৃক্ষরোপণ অভিযান আহমেদাবাদে ১০১টি অক্সিজেন পার্কের উদ্বোধন এবং একাধিক নাগরিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল শহুরে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।

কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব।

রাম মন্দিরে অনুদান কাণ্ড থেকে নজর ঘোরাতেই ওয়াকফ ইস্যু তুলছেন যোগী, অভিযোগ বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (আইএএনএস) : অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন করে সংঘাত তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, রাম মন্দিরে অনুদান কেলেঙ্কারির বিষয়টি থেকে জনমানসের দৃষ্টি সরাতেই ওয়াকফ জমি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি যোগী আদিত্যনাথ অভিযোগ করেছিলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি দখল ও বেআইনি বিক্রির অভিযোগে সমাজবাদী পার্টি (এসপি) এবং কংগ্রেস নীরব থাকলেও অযোধ্যার ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে আক্রমণ করছে।

উল্লেখ্য, রাম মন্দিরে অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই বিরোধীরা বিজেপিকে নিশানা করছে। যদিও এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার এবং সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগও তুলেছেন।

গত মঙ্গলবার প্রতাপগড়ে এক অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ওয়াকফ সম্পত্তি দখলের মতো বিষয়গুলিতে কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি চুপ থেকেছে, অথচ অযোধ্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচার চালাচ্ছে।

এর জবাবে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ পুষ্পেন্দ্র সরোজ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভিত্তিহীন অভিযোগ করা উচিত নয়। যদি তাঁর কাছে কোনও প্রমাণ থাকে, তাহলে তা প্রকাশ করুন। সমাজবাদী পার্টির আমলে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তবে উত্তরপ্রদেশের মানুষ দু'বার বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে তার জবাব দিয়েছেন। ভগবান রামের নামেই বিজেপি ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, ধর্ম, আস্থা এবং রাম মন্দিরকে সামনে রেখেই বিজেপি রাজনীতি করেছে এবং মানুষ সেই বিশ্বাসে তাদের ক্ষমতায় এনেছে। এখন রামের নামেই যখন অনুদান চুরির অভিযোগ উঠেছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী আসল বিষয় থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন।

কংগ্রেস সাংসদ তারিক আনোয়ার ও যোগীর মন্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, মানুষ যদি শিক্ষিত হতেন, তাহলে এ ধরনের মন্তব্য করতেন না। রাম মন্দির হোক বা বাবরি মসজিদ, বিষয়টি ১৯৪৯ সাল থেকে আদালতে বিচারাধীন ছিল। আদালতের রায় না আসা পর্যন্ত সমর্থন বা বিরোধিতার কোনও অর্থ ছিল না। বিজেপি শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির জন্য রাম মন্দির ইস্যু ব্যবহার করেছে। ভগবান রামের প্রতি তাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা নেই।

শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) সাংসদ অরবিন্দ সাওয়ন্ত বলেন, একসময় আমি যোগী আদিত্যনাথকে একজন শক্তিশালী নেতা মনে করতাম। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দেশের বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কী করতে চাইছেন? সমাজে বিভাজন আরও বাড়ানোই কি তাঁর লক্ষ্য? রাম মন্দির তো তৈরি হয়ে গেছে। তারপরও কেন বারবার এমন বিষয় সামনে আনা হচ্ছে, যা মানুষকে বিভক্ত করে?

তিনি আরও বলেন, বেকারত্ব, জনকল্যাণ এবং উত্তরপ্রদেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির দিকে সরকারের নজর দেওয়া উচিত। বালাসাহেব ঠাকরে সবসময় হিন্দুদের ঐক্যের কথা বলতেন এবং জাতপাতের বিভাজনের বিরোধিতা করতেন। অথচ এখন সমাজকে আরও বিভক্ত করার রাজনীতি চলছে।

শিবসেনা (ইউবিটি)-র নেত্রী প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, এটা নিছকই 'হোয়াটঅ্যাবাউটারি'। অন্য কেউ কিছু করেছে বলে নিজেদের দায় এড়ানো যায় না। মানুষ তাদের দায়িত্ব দিয়েছে। রাম মন্দির ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশই বিজেপির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। অযোধ্যার মানুষ বিষয়টি বুঝেছিলেন বলেই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করেছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতায় তৃণমূলের সৌগত রায়, বললেন 'সংখ্যালঘুদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে'

কলকাতা, ১২ জুলাই (আইএএনএস) : অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি) নিয়ে ফের বিরোধিতার সুর শোনা গেল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়ের গলায়। রবিবার তিনি দাবি করেন, ইউসিসি কার্যকর হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে সম্ভাব্য ইউসিসি বিলের খসড়া খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর এই মন্তব্য।

এক সংবাদসংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌগত রায় বলেন, আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরোধিতা করি, কারণ এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার কেড়ে নেবে। মুসলিমরা শরিয়ত আইন মেনে চলেন, খ্রিস্টানদেরও নিজস্ব বিবাহ আইন রয়েছে। ইউসিসি চালু হলে সেগুলির অস্তিত্ব থাকবে না। তাই আমরা ইউসিসিকে সমর্থন করি না।

উল্লেখ্য, শনিবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাক্তন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই-এর নেতৃত্বে একটি নয় সদস্যের উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের ঘোষণা করেছে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে রাজ্যের জন্য প্রস্তাবিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া বিল পর্যালোচনা করা এবং এর আইনি, প্রশাসনিক ও সামাজিক দিকগুলি পরীক্ষা করে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করা।

কমিটিতে বিচারপতি দেশাই ছাড়াও রয়েছেন ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, আবাসিক কমিশনার ও আইএএস আধিকারিক দুষ্যন্ত নারিয়ালা, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক শত্রুঘ্ন সিং, স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধান সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, বঙ্গবাসী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক ড় রত্না ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গোপালচন্দ্র মিশ্র, কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী ওসমান গণি মল্লিক এবং সম্ভাগের প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নির্মাল্য ভট্টাচার্য।

দেশজুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক দীর্ঘদিনের। সমর্থকদের মতে, একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলির একাংশের দাবি, এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত আইন ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

এদিকে, তৃণমূলের প্রবীণ নেতা অনুব্রত মণ্ডল দলীয় বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিতে পারেন বলে যে জল্পনা তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও প্রতিক্রিয়া দেন সৌগত রায়।

তিনি বলেন, ও কী করেন, তা দেখা যাবে। অনুব্রতকে দিদি অনেক সমর্থন দিয়েছেন এবং সবসময় তাঁর পাশে ছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, তিনিও দলকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী এস. জানকীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ অমিত শাহের, বললেন 'ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক আইকন'

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (আইএএনএস): কিংবদন্তি নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী এস. জানকীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানকীকে ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক আইকন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তাঁর অমর গান আগামী প্রজন্মকেও সমানভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

রবিবার সমাজমাধ্যম এক্স-এ শোকবার্তায় অমিত শাহ লেখেন, "প্রবীণ নেপথ্য সঙ্গীতশিল্পী এস. জানকী আম্মার প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর অপার্থিব কণ্ঠ অসংখ্য গানকে কালজয়ী করে তুলেছে। ভারতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সঙ্গীত জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা রেখে গেলেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি আমার সমবেদনা রইল। ওঁ শান্তি।"

শনিবার মহীশূরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এস. জানকী। তাঁর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে বিস্তৃত এক উজ্জ্বল সঙ্গীতজীবনের অবসান ঘটল। তিনি দেশের বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার জনপ্রিয় গান গেয়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী স্থান করে নিয়েছিলেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এস. জানকীর মৃত্যু ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি। বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া তাঁর গান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সমান জনপ্রিয় ছিল।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জানকী তাঁর অনন্য কণ্ঠ ও অসাধারণ বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে প্রতিটি অনুভূতিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন। তাঁর সুরেলা গান আগামী দিনেও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখবে।

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে সভাপতি এম. কে. স্টালিনও প্রবীণ এই শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'গানের কোকিল' এস. জানকীর প্রয়াণ শুধু তামিলনাড়ু নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের জন্য এক বিরাট ক্ষতি।

এস. জানকীর নাতনি সমাজমাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর খবর জানান। ১৯৫৭ সালে তামিল ছবি 'বিধিয়িন ভিলাইয়াট্টু'-এর মাধ্যমে নেপথ্য সঙ্গীতে অভিষেক হলেও একই বছর থেকে মালয়ালম চলচ্চিত্রেও তাঁর দীর্ঘ ও সফল যাত্রা শুরু হয়। অসাধারণ বহুমুখিতা ও আবেগঘন কণ্ঠের জন্য পরিচিত এস. জানকী ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার গান রেকর্ড করে ভারতীয় সঙ্গীতজগতে এক অনন্য উত্তরাধিকার রেখে গেছেন।

মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে বোমা আতঙ্ক, তল্লাশির পর ভুয়ো বলে জানাল পুলিশ

মুম্বই, ১২ জুলাই (আইএএনএস): মুম্বইয়ের ঐতিহাসিক তাজ হোটেলে বোমা রাখা হয়েছে বলে ফোনে হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী হোটেল চত্বরে ব্যাপক তল্লাশি চালালেও কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি। রবিবার পুলিশ জানায়, এটি ছিল সম্পূর্ণ ভুয়ো বোমা-হুমকি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত প্রায় ১২টা ১৩ মিনিটে এক ব্যক্তি নবি মুম্বই পুলিশ কন্টোল রুমে ফোন করে দাবি করেন, "দাউদ তাজ হোটেলে বোমা রেখেছে।" সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্য মুম্বই পুলিশ কন্টোল রুমে পাঠানো হয়।

এরপর কোলাবা থানার পুলিশ, ক্রাইম ব্রাঞ্চ এবং বোমা শনাক্তকরণ ও নিষ্ক্রিয়করণ বাহিনী (বিডিডিএস)-এর দল তাজ হোটেলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। হোটেলের মূল লবি, সুইমিং পুল, ব্যাঙ্কোয়েট হল, রেস্তোরাঁ, পার্কিং এলাকা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশে বিস্তারিত তল্লাশি চালানো হয়।

দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর কোথাও কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু না মেলায় পুলিশ নিশ্চিত হয় যে বোমা-হুমকিটি ভুয়ো ছিল।

প্রাথমিক প্রযুক্তিগত তদন্তে জানা গিয়েছে, হুমকির ফোনটি নবি মুম্বইয়ের তুরভে এলাকা থেকে করা হয়েছিল। ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে অভিযুক্তকে শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে তুরভে থানার পুলিশের সঙ্গেও যৌথভাবে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বই জঙ্গি হামলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল কোলাবার তাজ হোটেল। সেই হামলায় ১৬৬ জন নিহত এবং শতাধিক মানুষ আহত হয়েছিলেন।

এর আগেও একই ধরনের একটি ভুয়ো বোমা-হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে মুম্বই পুলিশ কন্টোল রুমে ফোন করা হয়েছিল। পরে দিল্লি পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশিতে সেখানেও কোনও বিস্ফোরক না মেলায় সেটিকেও ভুয়ো হুমকি বলে ঘোষণা করা হয়।

মৎস্যজীবীদের সমস্যা নিয়ে সোনামুড়ায় সাংগঠনিক কনভেনশন, আন্দোলন জোরদারের আহ্বান

কাঠালিয়া, ১২ জুলাই: ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সোনামুড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে রবিবার মহকুমার বিভিন্ন মৎস্য সমবায় সমিতির সমস্যা ও দাবিদাওয়া নিয়ে এক সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে মোট ৭৭ জন প্রকৃত মৎস্যজীবী অংশগ্রহণ করেন।

কনভেনশনের সভাপতিত্ব করেন সত্যবান দাস। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় বর্তমান দেশ, রাজ্য এবং সোনামুড়া মহকুমার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের নেতৃত্বরা।

আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনিন্দ্র দাস, সংগঠনের নেতা রাসবিহারী দাস এবং সোনামুড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক নিত্যানন্দ বর্মন।

প্রধান বক্তা শ্যামল চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বর্তমান দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন নীতি এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, পিছিয়ে পড়া ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সরকার ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা, সরকারি পরিষেবা এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নানা সমস্যার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি সংগঠনের কর্মীদের সাধারণ মানুষের কাছে এসব বিষয় তুলে ধরার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, জনগণের দাবি আদায়ে সংগঠিত আন্দোলনের বিকল্প নেই। মৎস্যজীবীসহ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন জোরদার করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

দীর্ঘ আলোচনার শেষে কনভেনশন থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যা সমাধানে ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সোনামুড়া মহকুমা কমিটি আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১৮ সূর্যমনি নগর বিধানসভা কেন্দ্রে আরও এক ধাপ অগ্রগতি, এক হাজারের বেশি উপভোক্তার হাতে অনুমোদনপত্র

আগরতলা, ১২ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ১৮ সূর্যমনি নগর বিধানসভা কেন্দ্রে আরও এক ধাপ এগোল গৃহ নির্মাণের কাজ। কাঠালতলী ও মলয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক হাজারেরও বেশি উপভোক্তার হাতে ঘরের অনুমোদনপত্র তুলে দিলেন এলাকার বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

রবিবার কাঠালতলী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় ৬৭০ জন উপভোক্তার হাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের অনুমোদনপত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মলয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আরও ৩৬৪ জন উপভোক্তার হাতে গৃহের নথিপত্র তুলে দেওয়া হয়। ঘরের অনুমোদনপত্র পেয়ে উপভোক্তাদের মধ্যে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামপ্রসাদ পাল পূর্বতন বাম সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, বাম আমলে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করে দলীয় পরিচিতি ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সরকারি আবাসন প্রকল্পের সুবিধা সীমাবদ্ধ রাখা হতো।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, সরকারি প্রকল্পের নাম করে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন মিছিল ও সভায় নিয়ে যাওয়া হলেও প্রকৃত প্রাপকদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছাত না।

বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকৃত উপভোক্তাদের হাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে বলে দাবি করেন বিধায়ক। একইসঙ্গে তিনি এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

রামপ্রসাদ পালের অভিযোগ, সিপিএমের কিছু দুষ্কৃতী এলাকাকে অশান্ত ও বদনাম করার চেষ্টা করছে। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে একটি কলঙ্কমুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

শেষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় ঘরপ্রাপকদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাঁদের নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা জানান ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

শ্রী বদ্রীনাথ ধামে অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ: তদন্ত রিপোর্ট জমা, একাধিকবার চুরির ইঙ্গিত

চামোলি, ১২ জুলাই (আইএএনএস) : শ্রী বদ্রীনাথ ধামে ভক্তদের দান ও মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাতের অভিযোগে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-র বিভাগীয় তদন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। তদন্তকারী দল তাদের রিপোর্ট মন্দির কমিটির প্রধান নির্বাহী আধিকারিকের (সিইও) কাছে জমা দিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ভক্তদের অনুদান ও মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাতের ঘটনা শুধু একবার নয়, একাধিকবার ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, চার সদস্যের তদন্তকারী দল ১৮ পাতার রিপোর্টে গোটা ঘটনার বিবরণ এবং তদন্তে উঠে আসা তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে।

রিপোর্টে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে একাধিক সুপারিশও করা হয়েছে। তদন্তকারী কমিটি মন্দিরের দান গণনার কক্ষে আরও বেশি সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর এবং মন্দিরের প্রদক্ষিণ পথের সব 'ব্লাইন্ড স্পট' সিসিটিভি নজরদারির আওতায় আনার পরামর্শ দিয়েছে।

সূত্রের দাবি, তদন্তকারী দল ২ জুলাইয়ের ঘটনার আগে মাত্র ১৪ দিনের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। আগে থেকে বসানো সিসিটিভি ক্যামেরাগুলির মান নিম্নমানের হওয়ায় সেগুলির রেকর্ডিং সংরক্ষণের ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৫ দিন।

তদন্তে প্রাপ্ত ২ জুলাইয়ের সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তকে অর্থ আত্মসাৎ করতে দেখা গেছে বলে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি, তার আগের ১৪ দিনের ফুটেজের বেশ কয়েকটি অংশও তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছে তদন্তকারী দল।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ৭ জুলাই শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি (বিকেটিসি) বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কমিটির চেয়ারম্যানের দফতরে কর্মরত ব্যক্তিগত সহকারী প্রমোদ নৌটিয়ালকে অবিলম্বে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

এর আগে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বিকেটিসি।

মন্দির কমিটির জারি করা নির্দেশে বলা হয়, সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রমোদ নৌটিয়ালের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের প্রাথমিক অভিযোগ সামনে এসেছে। এরপর ৩ জুলাই তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়।

একই রাতে জোলাইবাড়ির দুই

● আটের পাতার পর

এলাকায় চুরি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে চলেছে। পুলিশের টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করার পাশাপাশি দ্রুত দোষীদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, স্থানীয়দের একাংশ জোলাইবাড়ি ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

বিলোনীয়া হোলিস্প্রিট স্কুলের উদ্যোগে বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১২ জুলাই:- ' আজকের একটি গাছ, আগামীর নিশ্চিত সুন্দর ভবিষ্যৎ , ভু উষ্ণায়নের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে,আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগ। তাদের মধ্যে কেউ প্রথম শ্রেনী আবার কেউ অষ্টম কেউ বা একাদশ শ্রেনীর ছাত্র - ছাত্রী। শ্রাবনের বর্ষনকে কাজে লগিয়ে পুঁথিগত শিক্ষার সাথে সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ সুন্দর পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে কারো হাতে নতুন চারা গাছ, কারো হাতে বৃক্ষ রোপনের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে রেলি করছে। তাদের কারো পরনে স্কুল ড্রেস তো কেহ আবার বাহারি পোষাকে রেলিতে দেখা গেছে নিজেদের হাতে রং তুলিতে অঁকা নানা ধরনের পোষ্টার হাতে,তাতে লেখা সেইভ ট্রি, কারো হাতে সেইভ ওয়াটার, কারো হাতে পরিবেশ রক্ষার সচেতনতার বার্তা, বিষাক্ত মুক্ত পৃথিবী তৈরীতে সচেতনতার বার্তা নিয়ে এক বর্নময় রেলি ও বনমোৎসবের আয়োজন করে বিলোনীয়া হোলিস্প্রিট স্কুল।

শনিবার বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে স্থিত মুক্ত মঞ্চে বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষ রোপনকে কেন্দ্র করে হয় স্কুলের বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বৃক্ষ রোপন ও পরিবেশ বিষয়ক পোষ্টার লেখা প্রতিযোগীতা। প্রতিযোগীতা শেষে স্কুল প্রাঙ্গন থেকে ছাত্র - ছাত্রী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমবেত বৃক্ষরোপন, পরিবেশ রক্ষা বিষয়ক সামাজিক সচেতনতা রেলি। রেলি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে বিদ্যালয়ে রোপন করা হয় আম, নিম, মেহগনি, কাঁঠাল, আমলকি ইত্যাদি নানা ধরনের গাছ। বৃক্ষ রোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হোলি স্প্রিট স্কুলে প্রিন্সিপাল অরুনা জোনসি সহ অন্যান্যরা।

বাস ও জীপ চালক সংঘের দক্ষিণ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১২ জুলাই: বাস ও জীপ চালক সংঘের দক্ষিণ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার বিলোনিয়া বনকর স্থিত বিয়ে বাড়িতে। এদিন প্রায় জেলার বিভিন্ন মহকুমা থেকে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বাস ও জীপ চালক সংঘের দক্ষিণ জেলা সম্মেলন। দক্ষিণ জেলা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাস ও জীপ চালক সংঘের প্রদেশ সম্পাদক বাবুল ঘোষ সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্বরা।

উপস্থিত অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে বাস ও জীপ চালক শ্রমিক দের স্বার্থে শ্রমিক সংগঠন প্রতিনিয়ত কাজ করে যাবেন। জেলায় আগামী দিন সংগঠনকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে এদিন ১১ জনকে নিয়ে একটি নতুন দক্ষিণ জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

এইদিনের সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা কনভেনার মানিক লাল পাল, সহ জেলা রাজ্য ও মহকুমার নেতৃত্বরা, উপস্থিত প্রতিনিধিদের সকলের সম্মতিক্রমে নতুন কমিটির সভাপতি অমল দেবনাথ সম্পাদক সুদীপ দাস ও কোষাধ্যক্ষ দীপঙ্কর মল্লিক অফিস সম্পাদক কিশোর বিশ্বাসকে নির্বাচিত করেন। আগামী দিন সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে নতুন কমিটি কর্মসূচি জারি রাখবেন।

অভয়নগরের পরিত্যক্ত পুকুরের সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে, চলতি মাসেই উদ্বোধনের আশ্বাস মেয়রের

আগরতলা, ১২ জুলাই: দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা রাজধানীর অভয়নগর এলাকার ১১ নম্বর ওয়ার্ড অফিস সংলগ্ন পুকুরের সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পটি চলতি মাসের মধ্যেই জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

রবিবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন শেষে মেয়র দীপক মজুমদার জানান, বহু বছর ধরে অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা পুকুরটিকে আধুনিক ও নান্দনিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সৌন্দর্যায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে প্রকল্পের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি কাজও দ্রুত শেষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি জানান, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে চলতি মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার হাত ধরে প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। উদ্বোধনের পর এটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

মেয়র আরও বলেন,এই সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অভয়নগর এলাকার পরিবেশ ও সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন ও মনোরম অবসর কাটানোর স্থানও তৈরি হবে। দীর্ঘদিনের অবহেলিত এই জলাশয় নতুন রূপে এলাকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা পুকুরটির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের ফলে শুধু এলাকার সৌন্দর্যই বৃদ্ধি পাবে না, পাশাপাশি এটি নগরবাসীর জন্য একটি নতুন বিনোদন ও বিশ্রামের কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠবে।

১৭ জুলাই রাহুল গান্ধীর অনুষ্ঠান ঘিরে কর্মসূচি, যুব কংগ্রেসের স্টেট এক্সিকিউটিভ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: রবিবার আগরতলার সদর কংগ্রেস ভবনে ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের স্টেট এক্সিকিউটিভ কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা।

বৈঠকে সংগঠনের সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি আগামী ১৭ জুলাই দেরাদুনে অনুষ্ঠিতব্য 'ছাত্র কি গুঞ্জ' অনুষ্ঠানে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা জানান, রাহুল গান্ধীর ওই অনুষ্ঠানটি রাজ্যের বিভিন্ন কলেজের সামনে বড় পর্দায় সরাসরি (লাইভ) সম্প্রচারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ছাত্র-যুবদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনমূলক কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়েও বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তিনি আরও জানান, আগামী দিনের কর্মসূচিকে সফল করতে সংগঠনের সকল স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জনগণনায় ৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের

● আটের পাতার পর

অবিলম্বে পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়েছে।

এসএফআই-এর অভিযোগ, বর্তমানে রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে তীব্র শিক্ষক সংকট ও পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা চরম সংকটের মুখে পড়েছে। বহু বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষকের দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনেও নামতে হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে জনগণনার কাজে প্রায় ৯ হাজার শিক্ষককে যুক্ত করার সরকারি সিদ্ধান্ত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি। এসএফআই-এর দাবি, বিদ্যালয় থেকে একসঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে অন্য দায়িত্বে নিয়োগ করা হলে নিয়মিত পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং তার সরাসরি প্রভাব পড়বে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ওপর।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে জনগণনার কাজে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে পরিবর্তন করা হোক। একই সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

াঙ্গন

ফুটবল ময়দান কাঁপাতে প্রস্তুত সরোজ সংঘ, পাশে সিস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। বরাবরের মতো এবারও ময়দান কাঁপাতে পুরোপুরি প্রস্তুত সরোজ সংঘ ক্লাব। রাজ্য এবং বহিঃ রাজ্যের একঝাঁক প্রতিভাবান ফুটবলারদের নিয়ে এবারও শক্তিশালী দল গঠন করেছে তারা। রবিবার সন্ধ্যায় ক্লাব গৃহে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ক্লাবের কর্মকর্তারা এই কথা ঘোষণা করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক দুলাল সাহা সহ অন্যান্য পদাধিকারী ব্যক্তিত্বরা। সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, এবছর সরোজ সংঘ ক্লাবের মূল স্পন্সর হিসেবে পাশে দাঁড়িয়েছে 'সিস্টার গুঁড়া মশলা'। ক্লাবের সচিব সাংবাদিকদের জানান, এবছর দল গঠনে কিছুটা দেরি হলেও অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও ভালো দল সাজানো হয়েছে। দলের শক্তি বাড়াতে আসাম থেকে দুজন এবং মিজোরাম থেকে একজন ফুটবলারকে দলে নেওয়া হয়েছে। এবারের মরশুমে দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রাজ্যের প্রাক্তন বর্ষীয়ান ফুটবলার লিটন দেবনাথ।কথা প্রসঙ্গে ক্লাবের সম্পাদক দুলাল বাবু স্পষ্ট জানান, খুব একটা আহামরি বাজেট না হলেও মাঠে দর্শকদের দৃষ্টিনন্দন ও ভালো ফুটবল উপহার দেওয়াই সরোজ সংঘের মূল লক্ষ্য। এবছর ক্লাবের ফুটবল টিমের মোট বাজেট ধরা হয়েছে আট লক্ষ টাকা এবং দলকে মাঠে নেতৃত্ব দেবেন শান্ত জয় রিয়াং। এদিকে স্পন্সর 'সিস্টার গুঁড়া মশলা'-র প্রতিনিধি সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নিয়ে জানান, যুবসমাজকে নেশার অন্ধকার জগৎ থেকে ফিরিয়ে মাঠমুখী করতে এবং খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করতেই তারা এবার সরোজ সংঘের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবারের বি-ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টে সরোজ সংঘের ফুটবলাররা ময়দান কাঁপাবেএই বিষয়ে ক্লাবের প্রতিটি সদস্যই প্রবল আশাবাদী। সাংবাদিক বৈঠকের শেষলগ্নে ক্লাব গৃহেই মহাসমারোহে এবারের মরশুমের জন্য দলের নতুন জার্সি উন্মোচন করা হয়।

বি-ডিভিশন ফুটবল : বীরেন্দ্র ক্লাবকে হারিয়ে জয়ে সূচনা বিবেকানন্দ ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ও হোটেল সোনার তরীর সৌজন্যে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো বি ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট। আজ রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। মাঠে বলে কিক মেরে খেলার সূচনা করেন রাজ্যের প্রাক্তন ফুটবলার তাপস দেবনাথ। উল্লেখ্য, এবারের টুর্নামেন্টে মোট ১০টি দল অংশ নিচ্ছে। বিবেকানন্দ ক্লাব ও বীরেন্দ্র ক্লাব ছাড়াও টুর্নামেন্টের বাকি ৮টি দল হলো ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, ত্রিবেণী সংঘ, সরোজ সংঘ, নবোদয় সংঘ, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, মৌচাক ক্লাব, স্কাইলার্ক এবং ত্রিপুরা পুলিশ।উদ্বোধনী দিনের প্রথম

ম্যাচেই মাঠে দুর্দান্ত লড়াইয়ে মুখোমুখি হয় বিবেকানন্দ ক্লাব ও বীরেন্দ্র ক্লাব। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে বিবেকানন্দ ক্লাব। খেলার ৩২ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দেন দেবরাজ জমাতিয়া। এরপর ৩৬ ও ৪১ মিনিটে পর পর দুটি দর্শনীয় গোল করে বিবেকানন্দ ক্লাবের জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন নারায়ণ মাহাতো। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে বীরেন্দ্র ক্লাব ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায় এবং ৭১ মিনিটে স্টিফেন পল ডার্লং একটি গোল করে ব্যবধান কমান (৩-১)। তবে শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দ ক্লাবের রক্ষণভাগ ভাঙতে না পারায় ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বিবেকানন্দ ক্লাব।মাঠে আজকের এই রোমাঞ্চকর ম্যাচটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, রক্তিম সাহা, সত্যজিৎ দেব রায় ও বিপ্লব সিংহ। খেলার প্রথমার্ধে তীব্র উত্তেজনার মধ্যে বিবেকানন্দ ক্লাবের অবর্ণ হরি জমাতিয়া (৩৮ মিনিট) এবং দ্বিতীয়ার্ধে রজনীকান্ত ত্রিপুরা (৪৮ মিনিট) রেফারি কর্তৃক হলুদ কার্ড দেখেন। বি ডিভিশন লিগের এই ফুটবল উত্তেজনা বজায় রাখতে আগামীকাল ১৩ জুলাই, সোমবার বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও ত্রিবেণী সংঘ।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ড, পিছিয়ে পড়েও ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে নায়ক বেলিংহ্যাম

এই দলই কি কয়েক দিন আগে ব্রাজিলকে হারিয়েছিল? এই আর্লিং হালান্ডই কি একাই হারিয়েছিলেন পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের? কোয়ার্টার ফাইনালে মায়ামির মাঠে নরওয়েকে দেখে মনে হল, কী করতে নেমেছেন নিজেরাই জানেন না। এগিয়ে গিয়েও কী ভাবে হারতে হয় তা দেখাল নরওয়ে। তাদের পরিকল্পনাহীন ফুটবলের সুবিধা নিল ইংল্যান্ড। আরও এক বার তাদের জয়ের নায়ক জুড বেলিংহ্যাম। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছিলেন। নরওয়ের বিরুদ্ধেও করলেন।

এই ম্যাচে নজর ছিল দু'দলের দুই তারকার দিকে। ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন ও নরওয়ের হালান্ড। প্রতিপক্ষ রক্ষণ যে তাঁদের বোতলবন্দি করে রাখার চেষ্টা করবে, তা ফুটবল খেলতে শুরু করা শিশুও জানে। ঠিক সেখানেই তো উত্থান হয় আর এক নায়কের। যেটা করলেন বেলিংহ্যাম। মেক্সিকো ম্যাচেও রক্ষণের মাঝে বার বার আটকে যাচ্ছিলেন কেন। সেখানে জোড়া গোল করেছিলেন বেলিংহ্যাম। এই ম্যাচেও কেন নিষ্প্রভ। কিন্তু বেলিংহ্যাম আলো জ্বালালেন। হালান্ড তেমন কাউকে পেলেন না। তিনি খেলতে না পারলে যে নরওয়ের পক্ষে গোল করা মুশকিল, তা আরও এক বার দেখা গেল। মার্টিন ওডেগার্ড খেলা তৈরি করে গেলেন। কিন্তু গোল করার লোক খুঁজে পেলেন না।

নরওয়ে শুরুতে ঘর গুছিয়ে আক্রমণে ওঠার পরিকল্পনা নিয়েছিল। ফলে প্রথম ২০ মিনিট আক্রমণ তুলে আনে ইংল্যান্ড। দু'প্রান্ত ধরে বার বার ক্রস ভেসে আসছিল। তাতে অবশ্য নরওয়ের গোলের মুখ খোলা যায়নি। জলপানের বিরতির পর খেলা ঘুরল। ওডেগার্ড, সরলথদের পায়ে অনেক বেশি আক্রমণে উঠতে শুরু করল নরওয়ে। তার ফলও পেল তারা। ৩৬ মিনিটের মাথায় বাঁ প্রান্ত ধরে উঠে দূরপাল্লার শটে আন্দ্রিস শেলডেরুপ যে গোলটি করলেন, তা এই বিশ্বকাপের সেরা গোলের লড়াইয়ে থাকবে। বাঁ পায়ে ওখান থেকে দ্বিতীয় পোস্টে রাখা এক কথায় অসম্ভব। জর্ডন পিকফোর্ড লাফিয়েও বলের নাগাল পাননি। গোল করার পর হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল নরওয়ের রক্ষণ। যখন প্রতিপক্ষ গোল শোধ করতে মরিয়া, তখনই তো আসল পরীক্ষা হয় রক্ষণের। ফলস্বরূপ বিরতির ঠিক আগে গোল শোধ বেলিংহ্যামের। অ্যান্ডারসনের পাস ধরে বক্সে বেলিংহ্যামকে বল বাড়ান অ্যান্থনি গর্ডন। চার ডিফেন্ডারকে ঘাড়ের কাছে নিয়ে বাঁ পায়ে গোল করেন বেলিংহ্যাম। সমতা ফেরায় ইংল্যান্ড।

তবে এই গোলের ক্ষেত্রে একটি বিতর্ক রয়েছে। নরওয়ের গোলরক্ষক অর্জান নাইলান্ডের গোলকিক মাঠের উপরে থাকা ক্যামেরায় লেগে অ্যান্ডারসনের কাছে আসে। ফলে চাইলে ভার হস্তক্ষেপ করতে পারত। কিন্তু করেনি। সেই কারণেই হয়তো রাগে নরওয়ের কোচ সলবাকেনকে জলের বোতল ছুঁড়ে ফেলতে দেখা যায়। নাইলান্ড, হালান্ডেরা রেফারির কাছে আপত্তি জানান। কিন্তু তা ধোপে টেকেনি।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুমপাড়ানি ফুটবল দু'দলের। দেখে মনে হচ্ছিল, তারা ঠিক করে ফেলেছে, অতিরিক্ত সময় বা টাইব্রেকারে খেলা জিতবে। তার মাঝেই কর্নার থেকে একটি গোল করে ফেলেছিল নরওয়ে। কিন্তু ভার রিপ্লে দেখে তা বাতিল করেন রেফারি। কর্নার নেওয়ার আগেই ইংল্যান্ডের ফুটবলারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলেন হালান্ড। তাই ফাউল দেন রেফারি। খেলার শেষ দিকে অবশ্য বুকায়ো সাকার একক দক্ষতায় একটি গোল প্রায় হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পতন রোধ করেন নরওয়ের ডিফেন্ডার।

অতিরিক্ত সময় শুরুর ১৫৪ সেকেন্ডের মাথায় দ্বিতীয় গোল করে ইংল্যান্ড। বক্সের বাইরে থেকে রজার্সের জোরালো শট কোনও রকমে বাঁচান নাইলান্ড। কিন্তু বল গ্রিপ করতে পারেননি। কাছেই ছিলেন বেলিংহ্যাম। ডান পায়ের টোকায় গোল করতে তাঁর সমস্যা হয়নি। চলতি বিশ্বকাপে কেনের সমান ছ'টি গোল করে ফেললেন বেলিংহ্যামও। তিনিও সোনার বুটের লড়াইয়ে ঢুকে পড়লেন।

গোল খাওয়ার পর আক্রমণে ওঠা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না নরওয়ের। ফলে সুযোগ পাচ্ছিল ইংল্যান্ডও। একটি আক্রমণ থেকে তো জোড়া সেভ করেন নাইলান্ড। নইলে তখনই খেলার ফয়সালা হয়ে যেত। গোল খাওয়ার পর প্রায় ৩০ মিনিট সময় পেয়েও সমতা ফেরাতে পারল না নরওয়ে। তার বড় কারণ হালান্ড। গোটা ম্যাচে বক্সে গুণে তিন থেকে চার বার বল পেয়েছেন। একটিই হেড করেছিলেন যা গোলে ছিল। কিন্তু তাতে জোর ছিল না। গোটা ম্যাচে তিনি আর কিছুই করতে পারেননি। অদ্ভুত ভাবে নরওয়ের বাকি ফুটবলারেরাও তাঁকে বল দেওয়ার চেষ্টা করলেন না। প্রথমার্ধে সরলথ সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন। হালান্ডকে ক্রস দিলে গোল করতে ভুল করতেন না তিনি। কিন্তু বেশি ক্ষণ নিজের পায়ে বল রাখতে গিয়ে বল হারান। গোটা ম্যাচে একই ছবি দেখা গেল।

অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধ শেষে হালান্ডকে তুলে নিতে বাধ্য হলেন সলবাকেন। হতে পারে মায়ামির গরম সামলাতে পারেননি হালান্ড। নইলে ক্লান্ত হয়ে পড়ার মতো খেলেননি তিনি। পরিকল্পনায় বাজিমাত করলেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। তাঁর পরিবর্ত খেলোয়াড় বুকায়ো সাকা, ইজে, রজার্স, জেড স্পেন্সরাই কিন্তু ইংল্যান্ডের খেলা ঘুরিয়ে দিল।

অতিরিক্ত সময়ে একটি পেনাল্টিও পেয়েছিল ইংল্যান্ড। রেফারি প্রথমে পেনাল্টি দেন। পরে ভার রিপ্লে দেখে তা বাতিল করেন। তাঁর মনে হয়েছিল স্পেন্স পেনাল্টি পাওয়ার জন্য ইচ্ছা করে নরওয়ের ফুটবলারের দু'পায়ের মধ্যে নিজের পা ঢুকিয়ে দিয়েছে। নরওয়ে সমতা ফিরিয়ে দিলে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবাদ হত। কিন্তু আপাতত কেনদের জয়ে সব বিবাদ দূরে। ৬০ বছর পর কেন, বেলিংহ্যামদের পায়ে আবার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ইংল্যান্ড।

সেমিফাইনালে মেসিরা, সুইসদের হারালেও চেনা মেজাজে দেখা গেল না আর্জেন্টিনাকে

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে চলে গেল আর্জেন্টিনা। ১০ জনের সুইৎজারল্যান্ডকে ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে ৩-১ ব্যবধানে হারালেন লিয়োনেল মেসিরা। আর্জেন্টিনা-সুইৎজারল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালে হল কৌশলের লড়াই। সুইসদের দ্রুতগতির ফুটবলের জবাবে মেসিরা বার বার চেষ্টা করলেন খেলার গতি কমিয়ে দিতে। যদিও কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার খেলা মন ভরাতে পারল না। বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও বেশ ভাল ফুটবল খেলল সুইৎজারল্যান্ড। টানা দু'টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠলেন মেসিরা।

শুরু থেকে আগ্রাসী ফুটবল খেললেও সুইৎজারল্যান্ডকে সমস্যায় ফেলল ফিনিশিংয়ের সমস্যা। আর্জেন্টিনার রক্ষণকে একাধিক বার চাপে ফেলেও আসল কাজটাই করতে পারলেন না জাকা, এমবোলোরা। সুইৎজারল্যান্ডে প্রায় গোটা দল উঠে-নেমে খেলল। আট-ন'জন মিলে যেমন রক্ষণ সামলালো, তেমনই ছ'-সাত জন মিলে আক্রমণে উঠল। বলের কাছাকাছি নীল-সাদা জার্সির থেকে লাল জার্সিই দেখা গিয়েছে বেশি। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণও সুইসদের দখলেই ছিল অধিকাংশ সময়।

আর্জেন্টিনা মূলত পেশাদার পার্সেন্টেজ ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে। ম্যাচের ১০ মিনিটে মেসির কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে দলকে এগিয়ে দেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। তাঁর নিখুঁত এবং হেডের নাগাল পাননি সুইৎজারল্যান্ডের গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেল। এই গোল ছাড়া প্রথমার্ধে দু'এক বার গোল করার কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছোতে পেরেছে আর্জেন্টিনা। বরং সুইৎজারল্যান্ডকে অনেক বেশি ইতিবাচক দেখিয়েছে গোটা ম্যাচেই। বল দখলে রাখার চেষ্টা করেছে, দ্রুত আক্রমণে উঠেছে বা রক্ষণে লোক বাড়িয়েছে। মাঝ মাঠ নিয়ন্ত্রণ করেছে। নিজেদের মধ্যে পাস খেলার চেষ্টা করেছে। আর্জেন্টাইন রক্ষণকে উপরে টেনে এনে ভাঙার চেষ্টা করেছে। প্রতিপক্ষের বক্সে বেশ কয়েক বার বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। তা-ও অ্যাটাকিং থার্ডের দুর্বলতায় আটকে গিয়েছে।

সুইৎজারল্যান্ডের দুই স্ট্রাইকার ড্যান এনদোয়ে, ব্রিল এমবোলোর গতি বেশ সমস্যায় ফেলেছে লিয়োনেল স্কালোনির দলকে। ফ্রান্স, স্পেন বা ইংল্যান্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে এই ফুটবল খেলে ম্যাচ বের করা কঠিন হবে আর্জেন্টিনার পক্ষে। সুইসদের আক্রমণের চাপে যে কোনও সময় আর্জেন্টিনার ডিফেন্স ভেঙে পড়তে পারে মনে হচ্ছিল। ঠিক তাই হল ৬৭ মিনিটে। গোল করে দিলেন এনদোয়ে। রিকার্ডো রদ্রিগেজের সাথে চমৎকার ওয়ান-টু পাস খেলে বক্সে ঢুকে পড়েন। মাথা ঠান্ডা রেখে মার্তিনেজকে পরাস্ত করে বল জড়িয়ে দেন জালে।

সমতা ফেরানোর পর সুইৎজারল্যান্ডের ফুটবলারেরা যখন আক্রমণের গতি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছেন, তখনই সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেললেন এমবোলো! প্লে অ্যাকটিং করে মাঠে ছিটকে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করলেন। তাঁর নাটক ধরে ফেলল 'ভার'। হলুদ কার্ড দেখালেন রেফারি। আগেই একটি ফাউলের জন্য হলুদ কার্ড দেখেন তিনি। ফলে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হল এমবোলোকে। এই লাল কার্ডে বিতর্কের জায়গা নেই। দলের অন্যতম প্রধান স্ট্রাইকারকে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় সুইৎজারল্যান্ড। ৭২ মিনিট থেকে ১০ জনে খেলতে হয় তাদের।

এমবোলে মাঠ ছাড়ার পর কৌশল বদলায় সুইৎজারল্যান্ড। বলা ভাল, বদলাতে বাধ্য হয়। পুরো রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। সুযোগ কাজে লাগিয়ে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ান মেসিরা। সুইসেরাও বাড়তি পরিশ্রম করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কোনও কোনও সময় দেখে বোঝাই যায়নি, তারা এক জন কম নিয়ে খেলছে! এই সময় মেসি একাই এক জোড়া গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। সংযুক্ত সময়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া লিয়োর ডান পায়ের শট অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। এক বার দলের প্রায় নিশ্চিত পতন রোখেন কোবেল। তবে আর্জেন্টিনীয়দের শট মারার জায়গা প্রায় দিচ্ছিলেনই না সুইৎজারল্যান্ডের ফুটবলারেরা। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চারটি ম্যাচে এগিয়ে গিয়েও গোল হজম করেছিল। সমতা ফিরিয়েছিল বিপক্ষ দল। শুরুটা হয়েছিল সৌদি আরবের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ফাইনালেও আর্জেন্টিনা ২-০ এগিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ২-২ হয় এবং আর্জেন্টিনা টাইব্রেকারে জিতে ট্রফি হাতে তোলে। সেই একই জিনিস দেখা গিয়েছে কাবো ভার্দে এবং মিশরের বিরুদ্ধেও। সুইৎজারল্যান্ডও মেসিদের দুর্বলতা দেখিয়ে দিল। যা বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে উদ্বেগ বাড়াতে পারে স্কালোনির। কাটাতে হবে অতিরিক্ত মেসি নির্ভরতাও। ১০ জনের সুইস ডিফেন্স না ভাঙতে পেরে এক সময় বেশ চাপে পড়ে যায় আর্জেন্টিনা। অতিরিক্ত সময়ে অকারণ ফাউল করে হলুদ কার্ডও দেখেন থিয়াগো আলমাডা এবং লাউতারো মার্তিনেজ। অতিরিক্ত সময়ের ২২ মিনিটে স্বস্তি ফেরে আর্জেন্টিনা শিবিরে। বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে গোল করেন আলভারেজ। প্রথমে মেসির বাঁ পায়ের শট আটকে দেন সুইস গোলরক্ষক। ফিরতি আক্রমণ থেকে দুরন্ত গোল করে দলকে এগিয়ে দেন আলভারেজ। অতিরিক্ত সময়ের সংযুক্ত সময় গোল করে আর্জেন্টিনার জয় নিশ্চিত করেন মার্তিনেজ। নিজেদের অর্ধে বল কেড়ে নেওয়ার পর আলমাডা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যান। আরডন জাশারিকে কাটিয়ে গেলেও কোবেলের কাছে বাধা পান। ফিরতি বল চলে যায় মার্তিনেজের কাছে। তিনি ভুল করেননি। তবে সুইৎজারল্যান্ডকে হারাতে মেসিরা যে রকম হিমশিম খেলেন, তা স্কালোনির দলের পক্ষে ইতিবাচক ইঙ্গিত নয়।

সেমিফাইনালে ওঠার পর যা বললেন স্কালোনি

কানসাস সিটিতে বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডকে ৩—১ গোলে হারায় আর্জেন্টিনা। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ম্যাচটি ১—১ গোলে সমতায় ছিল। ৭২ মিনিটে ১০ জনের দলে পরিণত হয় সুইসরা। অতিরিক্ত সময়ে দুটি গোল পায় আর্জেন্টিনা। এ ম্যাচে জয়ের পর আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বলেন, 'আজ আমাদের বেশ ভুগতে হয়েছে। জানতাম ওরা শারীরিকভাবে অনেক শক্তিশালী দল, আমাদের কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলেছিল এবং বেশ কিছু পরিস্থিতি আমরা সামাল দিয়ে উঠতে পারিনি। ভাগ্য আমাদের সহায় ছিল, কারণ ওদের একজন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখেছে আর তখনই আমাদের দল আক্রমণে ওঠে। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে, অনেক কিছুতেই উন্নতির জায়গা আছে; তবে যেকোনো ম্যাচ জেতাটাই সবসময় স্বস্তির।'

সেমিফাইনালে কে কার মুখোমুখি, খেলা কখন

অঘটন তো কিছুই ঘটল না! ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের হিসাবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যাদের ওঠার কথা, তারাই উঠল। মানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ চার দল হলোফ্রান্স, আর্জেন্টিনা, স্পেন ও ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও উঠেছে এই চার দলই। বিশ্বকাপ ইতিহাসে এমনটা ঘটল এই প্রথমবার।সেমিফাইনালে ওঠা চার দলই আবার সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। অতীতে বিশ্বকাপ জেতা চার দলই সেমিফাইনালে উঠেছেএমন ঘটনা বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয়বার। এর আগে ১৯৯০ ও ১৯৭০ আসরে চার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওঠে সেমিফাইনালে। ইতিহাসের কচকচানি বাদ দিয়ে এবার বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে কার কখন খেলা, সেটা দেখে নেওয়া যাক।ডালাসে প্রথম সেমিফাইনালে ১৪ জুলাই দিবাগত রাত ১টায় মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-স্পেন। পরের দিন রাত ১টায় আটলান্টায় আরেক সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড।

টানা দুই চুনকামে চাপে গম্ভীর! ভারতীয় কোচের হাত ছাড়তে তৈরি একাধিক সহকারী, সমস্যা বাড়ছে গৌতির

প্রথমে আয়ারল্যান্ড। তার পর ইংল্যান্ড। টানা দুই সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছে। তাঁর দুই সহকারী তাঁকে ছাড়ার পথে পা বাড়িয়ে রয়েছেন। নিজের দলেই আস্থা হারাচ্ছেন গম্ভীর।

'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' জানিয়েছে, গম্ভীরের এক সহকারী দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছেন। ইতিমধ্যেই আইপিএলের একটি দল তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা করে ফেলেছে। আরও এক সহকারীরও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিৎ।

২০২৪ সালের জুলাই মাসে ভারতের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের সহকারীর দল নিজেই ঠিক করেছিলেন গম্ভীর। সহকারী কোচ হিসাবে অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন দুশখাতে ও বোলিং কোচ হিসাবে মর্নি মর্কেলকে তাঁর পরামর্শেই নেওয়া হয়েছিল। যদিও সে বছরের শেষে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির পর সরিয়ে দেওয়া হয় অভিষেককে। বদলে দলের ব্যাটিং কোচ করা হয় সীতাংশু কোটাককে।

গম্ভীরের সহকারীদের দলে একমাত্র টি দিলীপকে শুরু থেকে রেখে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু গত কয়েক মাসে সেই দলে ভাঙন ধরেছে বলে খবর। দুই সহকারী গম্ভীরের সঙ্গে আর কাজ করতে চাইছেন না। তবে তাঁরা কারা তা এখনও জানা যায়নি।

এই পরিস্থিতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে যে, আসন্ন জিম্বাবোয়ে সফর ও এশিয়ান গেমসে গম্ভীরের বদলে ভিভিএস লক্ষ্মণকে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে পাঠানো হতে পারে। সেখানে সহকারী হিসাবে যেতে পারেন সাইরাজ বাহুতুলে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত গম্ভীরের প্রাথমিক চুক্তি ছিল। কিন্তু চলতি বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর তা আরও এক বছর বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত তাঁর চুক্তি রয়েছে। তবে ভারতের সাম্প্রতিক ফর্ম চাপে রেখেছে কোচকে। যে ভাবে একের পর এক ম্যাচে দল হারছে তার দায় তো কোচকে নিতেই হবে।ভারতের টেস্ট দলের কোচ হিসাবে গম্ভীরের ফর্ম খুবই খারাপ। দেশের মাটিতে নিউ জিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে চুনকাম হতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিরিজ হেরেছেন। ভারত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলতে পারেননি গত বার। এ বারও সেই সম্ভাবনা কম। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছেন। জোড়া আইসিসি ট্রফি জয় তাঁর চাকরি বাঁচিয়ে রেখেছে।

নিজের পক্ষে অবশ্য গম্ভীরের একটি যুক্তিও রয়েছে। তিনি বোর্ডকে বোঝাতে পারেন, ২০২৮ সালের অলিম্পিক্স ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাথায় রেখে দলকে তৈরি করছেন তিনি। তাই পরীক্ষা করছেন। আর সেটা করতে গিয়েই হার হয়েছে। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে তিনটি এক দিনের ম্যাচ ভারত খেলবে, সেখানে গম্ভীরের বড় পরীক্ষা। আগামী বছর এক দিনের বিশ্বকাপ। তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারত। এখন যদি এক দিনের সিরিজেও ভারত হারে তা হলে বিশ্বকাপের আগেই চাকরি যেতে পারে গৌতির।

'খুব ভালো খেলেছে রেফারি', ছেলে ছিটকে যেতেই তুলোধোনা হালান্ডের বাবার, প্রশ্নে জোড়া সিদ্ধান্ত

বিশ্বকাপে এ পর্যন্ত রেফারিং নিয়ে যা যা বিতর্ক হয়েছে, সেগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে মূলত ছিল আর্জেন্টিনা। এবার সেটা কিছুটা ঘুরে গেল ইংল্যান্ডের দিকে। নরওয়ের বিরুদ্ধে ইংরেজদের জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলের দলের তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ডের বাবা আলফ ইঙ্গে হালান্ড। ম্যাচ শেষে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টে তিনি বললেন, "বেলিংহ্যাম ভালো খেলেছে, রেফারিও খুব ভালো খেলেছে।"

শনিবার রাতে পিছিয়ে পড়েও নরওয়ের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। ম্যাচের ৩৬ মিনিটে শেলডেরুপের গোলে এগিয়ে যায় নরওয়ে। যদিও প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে অনবদ্য গোলে সমতা ফেরান ইংল্যান্ডের মহাতারকা জুড বেলিংহ্যাম। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেও লড়াই হয় সমানে সমানে। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে ইংল্যান্ডের জালে বল জড়িয়ে দিয়েছিল নরওয়ে। কিন্তু হেগেমের ওই গোলটি ফাউলের জন্য বাতিল করা হয়। খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ের ৩ মিনিটের মাথায় ফের গোল করেন সেই বেলিংহ্যামই। শেষমেশ ২-১ গোলে ম্যাজ জেতে ইংল্যান্ড।

ম্যাচ শেষে হালান্ডের বাবা আলফ ইঙ্গে হালান্ড ইংল্যান্ডের হয়ে জোড়া গোল করা বেলিংহ্যামের প্রশংসা করলেন বটে। কিন্তু খোঁচা দিলেন রেফারিং নিয়ে। মূলত দুটি জায়গায় আপত্তি নরওয়ের। হালান্ডদের দাবি, বেলিংহ্যামের প্রথম গোলের আগে নরওয়ে গোলরক্ষক গোল কিক নিয়েছিলেন। সেই বলটি মাঠের ওভারহেড ক্যামেরার তার ছুঁয়ে মাঠে পড়ে। যার জেরে বলের দখল গিয়েছিল ইংল্যান্ডের দখলে। যদিও রেফারি সেই দাবিতে কর্ণপাত করেননি। পরে ফিফাও জানিয়ে দেয়, বলের ভিতরে থাকা সেন্সরে তার স্পর্শ করার কোনও প্রমাণ মেলেনি। নরওয়ের দ্বিতীয় আপত্তির জায়গা হল বাতিল গোল। হেগেমের ওই গোল বাতিলের সময় যুক্তি দেখানো হয়, গোলের আগে হালান্ড নাকি ইংরেজ ডিফেন্ডার অ্যান্ডারসনকে ফাউল করেছেন। নরওয়ের দাবি ওটা কোনওভাবেই ফাউল ছিল না।

অবশ্য রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গা ইংল্যান্ডেরও আছে। ইংরেজ শিবির বলছে, নরওয়ের একমাত্র গোলটির আগে হ্যারি কেনকে ফাউল করা হয়েছিল। কিন্তু ঝন্টু সেটা লক্ষ্য করেননি। আবার ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে ইংল্যান্ডকে একটি পেনাল্টি দিয়েও সেটি প্রত্যাহার করে নেয় ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি। সব মিলিয়ে সার্বিকভাবেই রেফারিং বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না ফিফার।

Page 3_5_7- JAGARAN11.pmd 1 13-07-2026, 00:45

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

এসএমএ আক্রান্ত ঈশিতার পাশে প্রাক্তন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার উদ্যোগ

আগরতলা, ১২ জুলাই: বিরল জিনগত রোগ এসএমএ -তে আক্রান্ত কমলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কলাছড়ি গ্রামের শিশু ঈশিতা নমঃশূদ্রের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক।

রবিবার ঈশিতাকে সঙ্গে নিয়ে তার মা প্রতিমা ভৌমিকের সরকারি বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় প্রাক্তন সাংসদ শিশুটির শারীরিক অবস্থা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন এবং রোগ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

এরপরই তিনি জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ঈশিতার দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেন।

জানানো হয়েছে, আগামীকাল ঈশিতাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া হবে।

প্রতিমা ভৌমিক বলেন, ঈশিতার সুস্থতার জন্য ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন, যা তার পরিবারের পক্ষে বহন করা অত্যন্ত কঠিন।

তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে মানবিক আবেদন জানিয়ে বলেন, সম্প্রতি যেমন এসএমএ আক্রান্ত শিশু মনশ্রীর চিকিৎসার জন্য সবাই এগিয়ে এসেছিলেন, তেমনি ঈশিতার জীবন বাঁচাতেও সবাই যেন নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

তিনি ঈশিতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, সকলের সম্মিলিত সহযোগিতায় শিশুটির চিকিৎসার পথ আরও সহজ হবে।

হারানো ৩০টি মোবাইল মালিকদের হাতে তুলে দিল পশ্চিম থানার পুলিশ

আগরতলা, ১২ জুলাই: হারিয়ে যাওয়া ৩০টি মোবাইল ফোন তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল আগরতলার পশ্চিম থানার পুলিশ।

পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি জানান, হারানো মোবাইলগুলির তথ্য সাইবার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট (সিআইআর)-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এরপর পুলিশি তদন্তের মাধ্যমে যেসব মোবাইল ফোন সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলোই প্রকৃত মালিকদের শনাক্ত করে ফেরত দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি মালিকেরা পশ্চিম থানার পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। পুলিশ প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

পুনের মোশি আবর্জনার ডাম্প ধসে মৃত্যু বেড়ে ৮, নিখোঁজ এক

পুনে, ১২ জুলাই (আইএএনএস): মহারাষ্ট্রের পুনের পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের মোশি আবর্জনা ডাম্পে ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮। শনিবার ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত প্রশাসনিক ভবন থেকে আরও সাতজনের দেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল। রবিবার এই তথ্য জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

উদ্ধারকারী দলের দাবি, এখনও একজন নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁকে খুঁজে বের করতে জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

গত বুধবার দুপুর প্রায় ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুরসভার পরিচালিত মোশি আবর্জনা ডাম্পে বিশাল আবর্জনার স্তূপ ধসে পড়ে ওয়েস্ট-টু-এনার্জি প্রকল্পের প্রশাসনিক ভবনের উপর। সেই সময় মোট ২৩ জন ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন ভবনের ভিতরে ছিলেন এবং একজন ভবনের পাশের বিশাল আবর্জনার স্তূপের নীচে চাপা পড়েন।

দুর্ঘটনার পরপরই পাঁচজন নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। এরপর ভারতীয় সেনা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড় পুরসভা, পুনে মহানগর অঞ্চল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (পিএমআরডিএ)-এর দমকল বিভাগ এবং পুলিশ যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। অভিযানের প্রথম দিন ধ্বংসস্তূপ থেকে নয়জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। পরে বৃহস্পতিবার ভবনের ভিতর থেকে ভবেশ ওয়ানিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরবর্তী কয়েক দিনে উদ্ধারকাজ অব্যাহত থাকলেও ভবনের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার কারণে অভিযান ব্যাহত হয়। উদ্ধারকর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ১২টি এক্সক্যাভেটর, ডাম্পার এবং জেসিবি মেশিনের সাহায্যে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চালানো হয়।

শুক্রবার রাতে উদ্ধার অভিযান আরও দ্রুত করতে ঘটনাস্থলে আনা হয় দুটি আধুনিক ডেমোলিশন এক্সক্যাভেটর। এনডিআরএফ-এর প্রযুক্তিগত তত্ত্বাবধানে ভবনের বিপজ্জনক কংক্রিটের অংশ ধাপে ধাপে ভেঙে উদ্ধারকারী দল ভিতরে প্রবেশের পথ তৈরি করে। শনিবারের অভিযানে ভবনের ভিতর থেকে আরও সাতজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮-এ পৌঁছেছে।

এদিকে, ভবনের পাশের আবর্জনার স্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকা এক ব্যক্তির খোঁজে এখনও তল্লাশি চলছে। নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধারে এনডিআরএফ-এর শ্বানদল এবং বিশেষ অনুসন্ধান সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

এক রাতে দুটি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা

মেলাঘর, : মেলাঘর থানাধীন লাল মিয়া চৌমুহনী এলাকায় এক রাতে পরপর দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একটি টাইলসের দোকান এবং একটি মুদি দোকান থেকে নগদ অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর এলাকায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা প্রথমে একটি টাইলসের দোকানের ওপরের টিন কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এরপর দোকানের ক্যাশবাক্স ভেঙে নগদ অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

শুধু টাইলসের দোকানই নয়, একই রাতে পাশের একটি মুদি দোকানেও চুরির ঘটনা ঘটে। দোকান মালিকের অভিযোগ, দুর্বৃত্তরা কৌশলে দোকানের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে ক্যাশে থাকা নগদ অর্থসহ বিভিন্ন মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে যায়। তাঁর দাবি, চুরি যাওয়া নগদ অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর মোট মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। রবিবার সকালে দোকান খুলতে এসে ব্যবসায়ীরা চুরির ঘটনা দেখতে পান। পরে মেলাঘর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে।

এক রাতে পরপর দুটি দোকানে চুরির ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত কিছু যুবকের আনাগোনা বেড়েছে। তাঁদের সন্দেহ, নেশার টাকার জোগাড় করতেই এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়ে থাকতে পারে। তবে এই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করা হয়নি এবং তদন্ত শেষ হওয়ার আগে এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

ঘটনার পর লাল মিয়া চৌমুহনী ও সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ীরা রাতের নিরাপত্তা জোরদার, নিয়মিত পুলিশি টহল বৃদ্ধি এবং দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং চুরির সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

জনগণনায় ৯ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি এসএফআই-এর

আগরতলা, ১২ জুলাই: রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে চলমান শিক্ষক সংকটের মধ্যে জনগণনার কাজে বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে নিয়োগের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এসএফআই) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত বিরোধী মেটাতে নতুন করে উদ্যোগ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা

আগরতলা, ১২ জুলাই (আইএএনএস) : দীর্ঘদিনের ত্রিপুরা-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধের সমাধানে নতুন করে আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। দুই রাজ্যের মধ্যে ১০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত সংক্রান্ত অমীমাংসিত সমস্যা নিয়ে শীঘ্রই উভয় রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে রবিবার জানিয়েছেন প্রশাসনিক সূত্র।

এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিক জানান, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা নতুন করে সংলাপ শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

শনিবার আগরতলায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সম্প্রতি শিলংয়ে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব পরিষদের ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের ফাঁকে তিনি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী লালদুহোমার সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করেন।

মানিক সাহা বলেন, আমি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিরোধ মেটাতে আমাদের আলোচনায় বসা উচিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানান।

তিনি আরও বলেন, আমি প্রস্তাব দিয়েছি, মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আগে দুই রাজ্যের শীর্ষ সরকারি আধিকারিকরা বসে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। এরপর আমরা মুখ্যমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীও এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব পরিষদের ৭৩তম পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার এবং উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরার দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক বাংলাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। রাজ্যটির মোট সীমান্তের প্রায় ৮৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৮৫৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত বাংলাদেশের সঙ্গে। এছাড়া অসমের সঙ্গে ৫৩ কিলোমিটার এবং মিজোরামের সঙ্গে ১০৯ কিলোমিটার আন্তঃরাজ্য সীমান্ত রয়েছে। ত্রিপুরা ও মিজোরামের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ দীর্ঘদিন ধরেই অমীমাংসিত।

দুই রাজ্যের দাবিকৃত বিতর্কিত এলাকায় কোনও উন্নয়নমূলক বা নির্মাণকাজ শুরু হলেই প্রায়শই উত্তেজনা দেখা দেয়। গত বছরের মে মাসে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্তবর্তী ফুলডুংসেই গ্রামে নির্মীয়মাণ একটি পর্যটন ভবনে দুষ্কৃতীরা বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলে ভবনটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ঘটনার পর ত্রিপুরা ও মিজোরাম উভয় রাজ্যের পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নেয়। পরে ত্রিপুরার পর্যটন ও পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উত্তর ত্রিপুরার জামপুইয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করে ক্ষতিগ্রস্ত ইকো-ট্যুরিজম পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ফুলডুংসেই গ্রামটি দুই রাজ্যই নিজেদের সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করে। ফলে এটি দীর্ঘদিন ধরেই অন্যতম বিতর্কিত সীমান্ত এলাকা হিসেবে পরিচিত।

ত্রিপুরা পর্যটন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের 'স্বদেশ দর্শন' প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বনভূমির উপর পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছিল।

বিস্ফোরণের পর দুই রাজ্যই ওই এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজরদারি চালায়। পরে ত্রিপুরা সরকার বিষয়টি সরকারি পর্যায়ে মিজোরাম সরকারের কাছে উত্থাপন করে।

গত কয়েক বছরে উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন, মিজোরামের মামিত জেলা প্রশাসন এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র আধিকারিকরা সীমান্তের বিতর্কিত অংশগুলি নিয়ে একাধিক দফায় বৈঠক করেছেন। তবে এখনও পর্যন্ত স্থায়ী সমাধান মেলেনি। অন্যদিকে, মিজোরামের বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন বিতর্কিত সীমান্ত এলাকায় ত্রিপুরা সরকারের নির্মাণকাজের বিরোধিতা করে আসছে।

মনু নদীর বাঁধ মেরামতি ঘিরে উত্তেজনা প্রতিবাদে টিলাবাজারে রাস্তা অবরোধ

কৈলাসহর, ১২ জুলাই: টানা বর্ষণের জেরে মনু নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য নদীভাঙনের আশঙ্কার মধ্যেই বাঁধ মেরামতের জরুরি কাজকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে উনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর আরডি ব্লকের লাঠিয়াপুরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ঠিকাদারি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে একদিকে বাঁধ মেরামতের কাজ থমকে রয়েছে, অন্যদিকে কৈলাশহর-টিলাবাজার সড়কে অবরোধের ঘটনায় জনজীবনও ব্যাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন কাঁটাতারের ভেতরে মনু নদীর তীরবর্তী বাঁধের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসার পর উনকোটি জেলার জেলাশাসকের নেতৃত্বে বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয় বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, ঠিকাদার আব্দুল মান্নানের দাবি, জলসম্পদ দপ্তরের (ডব্লিউআর) কৈলাশহর ডিভিশনের পক্ষ থেকে তাঁকে বাঁধ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সিমেন্ট ব্লক সরবরাহ ও স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একই সঙ্গে মাটি ভরাটসহ অন্যান্য কাজের জন্য আরও কয়েকজন ঠিকাদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি নিজস্ব মজুত এবং অন্যান্য উৎস থেকে হাজার হাজার সিমেন্ট ব্লক সংগ্রহ করে প্রায় ১৮টি ট্রাকে করে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে পাঠান। কিন্তু লাঠিয়াপুরায় পৌঁছানোর পর কয়েকজন ব্যক্তি ট্রাকগুলির গতিরোধ করেন এবং সিমেন্ট ব্লক নামানোর কাজে বাধা দেন।আব্দুল মান্নানের দাবি, পরিস্থিতির কথা জানিয়ে তিনি জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন এবং জলসম্পদ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর রাতের দিকে তাঁকে ট্রাকগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন সরকারি নির্দেশে শুরু হওয়া কাজে বাধা সৃষ্টি হলো এবং কেন শেষ পর্যন্ত কাজ স্থগিত রাখতে বলা হলো, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। এদিকে বাঁধের কাজ আটকে দেওয়ায় রবিবার সকাল থেকে উক্ত এলাকায় রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা।ঠিকাদারের আশঙ্কা, সময়মতো বাঁধ সংস্কারের কাজ সম্পন্ন না হলে মনু নদীর ভাঙন আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে, যার ফলে উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা ও নদীভাঙনের কবলে পড়তে পারে। তবে তিনি প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান। এদিকে, বাঁধ নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রবিবার কৈলাশহর-টিলাবাজার সড়কে অবরোধে সামিল হন একাংশের মানুষ। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে দীর্ঘক্ষণ পরে অবরোধ মুক্ত করেন এলাকা।বর্ষাকালে মনু নদীর ভাঙন নিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, ঠিকাদারি বিরোধ বা প্রশাসনিক জটিলতার ঊর্ধ্বে উঠে অবিলম্বে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করা হোক, যাতে সম্ভাব্য নদীভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি এড়ানো যায়। গোটা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে জেলা প্রশাসন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

আগরতলা, ১২ জুলাই: মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. দেবব্রত দাস।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন, উচ্চশিক্ষার প্রসার, গবেষণা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

একই রাতে জোলাইবাড়ির দুই মন্দিরে চুরি, নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়িতে একই রাতে দুটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার গভীর রাতে জোলাইবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী সংঘ পরিচালিত শনি মন্দির এবং পশ্চিম জোলাইবাড়ি এলাকার একটি কালীমন্দিরের প্রণামী বাক্স ভেঙে নগদ অর্থ চুরি করে দুর্বৃত্তরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনি মন্দির সংলগ্ন একটি দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দুই যুবককে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকতে দেখা গেছে। তবে তাদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।

রবিবার সকালে চুরির বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় বাসিন্দারা জোলাইবাড়ি ফাঁড়ি পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিদর্শন করে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, পরপর চুরির ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই জোলাইবাড়ি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় উপড়ে পড়ল বিশাল বটগাছ, দুই পরিবারের বসতঘর বিধ্বস্ত; আহত দুই, ঘটনাস্থলে বিধায়িকা ও প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুলাই: টানা কয়েকদিনের ভারী বর্ষণের জেরে তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াইবাড়ি থাংনাই বাজার এলাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। শনিবার রাত প্রায় ১০টা নাগাদ একটি বিশাল বটগাছ উপড়ে পড়ে পাশাপাশি থাকা দুই পরিবারের বসতঘরের উপর। এতে দুই পরিবারের ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অন্তত দুইজন আহত হন। তবে বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা না ঘটায় অল্পের জন্য রক্ষা পান পরিবারের সদস্যরা।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দুটি হল নিতাই সরকার ও শঙ্কর সরকারের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শঙ্কর সরকারের বসতঘর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাছ ভেঙে পড়ার সময় ঘরের ভেতরে থাকা পরিবারের সদস্যরা আহত হন। অন্যদিকে নিতাই সরকারের পরিবারের সদস্যরা গুরুতর আঘাত না পেলেও তাঁদের বসতঘরও ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নেমে আহতদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

রবিবার সকালে তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে উপড়ে পড়া বিশাল বটগাছ সরানোর কাজ শুরু করে। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক, ডি.সি.এম. প্রদীপ কুমার সরকার এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তা জিনিয়াস দেববর্মা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়িকা জানান, ক্ষতিগ্রস্ত দুই পরিবারকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। পাশাপাশি আহতদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বসতঘর পুনর্নির্মাণের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়িকা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ গাছ ও বিদ্যুৎ লাইনের বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হলেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের জুনিয়র ম্যানেজার বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগও উঠেছে।

রথযাত্রা উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিবির, ১৬ জুলাই বের হবে জগন্নাথের রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: আগামী রথযাত্রা মহামহোৎসবকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলার শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও জগন্নাথ জিউ মন্দির প্রাঙ্গণে এক স্বাস্থ্য শিবির, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধ বিতরণ এবং রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, সেন্ট্রাল জোনের জোনাল চেয়ারম্যান রত্না দত্ত-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এবারও রথযাত্রা মহামহোৎসব উপলক্ষে একাধিক ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই (বৃহস্পতিবার) বিকেল ৩টায় শ্রী জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পবিত্র রথযাত্রা বের হবে। এছাড়াও রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে ধর্ম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৯ থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৫টায় বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম মহাসভা ও সাধু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর। ২০ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এছাড়াও বিভিন্ন দিনে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। অন্যদিকে, আগামী ৭ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে উল্টো রথ। সেদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ভক্ত ও সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবা, ওষুধ বিতরণ এবং রক্ত পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রী চৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও জগন্নাথ জিউ মন্দির কর্তৃপক্ষ।

বর্ষায় বেহাল সোনামুড়ার রাস্তা, হাঁটুসমান জল জমে দুর্ভোগ; ক্ষোভে পথ অবরোধ স্থানীয়দেব

সোনামুড়া, ১২ জুলাই: টানা বর্ষণের জেরে সোনামুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তার বেহাল দশা ফের সামনে এসেছে। একাধিক সড়কে হাঁটুসমান জল জমে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। কোথাও জলাবদ্ধতার কারণে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, আবার কোথাও জমে থাকা পানিতে হাঁসের বিচরণ চোখে পড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রবিবার ছুটির দিনে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ঠাকুরমুড়া দোকান চৌমুহনী এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার প্রতিবাদে পথ অবরোধে সামিল হন স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই সংশ্লিষ্ট সড়ক হাঁটুসমান জলে ডুবে যায়। জলাবদ্ধতার কারণে শুধু যানবাহন চলাচলই নয়, পথচারীদেরও চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। অনেক সময় জমে থাকা জল বাড়িঘরেও ঢুকে পড়ছে, ফলে দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়ার যাতায়াত হলেও দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

পথ অবরোধের খবর পেয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে সেখানে যান নগর পঞ্চায়েতের ভাইস-চেয়ারপার্সন শাহজাহান মিয়া। তিনি অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, কালীবাজার থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ বর্ষা শেষ হওয়ার পর শুরু করা হবে। পাশাপাশি, আপাতত জলাবদ্ধতা কমাতে নগর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ড্রেন পরিষ্কার ও অতিরিক্ত নিকাশি ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান।

প্রশাসনের আশ্বাসের পর অবরোধ প্রত্যাহার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে এলাকাবাসীর দাবি, শুধু আশ্বাস নয়, দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে দীর্ঘদিনের এই সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধান করা হোক, যাতে বর্ষা এলেই জলাবদ্ধতা ও দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

হীরাছড়ায় রহস্যঘেরা তরুণীর মৃত্যু: ন্যায়বিচারের দাবিতে মোমবাতি হাতে মৌন মিছিলে সর্বধর্মের জনগণ

কৈলাসহর, ১২ জুলাই: কৈলাসহর মহকুমার হীরাছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় এক তরুণীর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ক্ষোভ থামছে না। শনিবার চা বাগানের ঘন জঙ্গল থেকে তরুণীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর থেকেই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সরব রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার আগে ওই তরুণীকে একই এলাকার এক যুবকের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে ইরানি থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল। পরদিন সকালে হীরাছড়া চা বাগানের জঙ্গল থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, এটি আত্মহত্যা নয়; বরং পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনও পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

রবিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিহত তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে হীরাছড়া এলাকায় একটি মৌন মিছিল ও ক্যান্ডেল মার্চের আয়োজন করা হয়। মিছিলে হিন্দু, মুসলিমসহ সর্বধর্মের নারী-পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ইরানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী ফখরুদ্দিন এবং সমাজসেবী আহমদ আলীসহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

মিছিল থেকে অংশগ্রহণকারীরা দাবি জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে হবে। পাশাপাশি দোষী প্রমাণিত হলে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তোলেন তারা। বর্তমানে পুরো ঘটনার দিকে নজর রয়েছে পুলিশি তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ওপর। তদন্তের ফলাফলের মাধ্যমেই এই রহস্যজনক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসবে বলে আশা করছেন এলাকাবাসী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 13-07-2026, 00:40